CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 August, 2024 ■ আগরতলা ৮ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ২৩ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ধর্মনগর, কল্যাণপুর, চড়িলাম, ৭ আগস্ট ।। আজ রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট। সকাল ৭ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত চলবে ভোট দান প্রক্রিয়া। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার শরদিন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন বুধবার রাজ্যের সমস্ত ভোটকেন্দ্রে ভোট কর্মীরা পৌঁছে গেছেন। রাজ্যের ৩৫ টা ব্লকে ভোট হচ্ছে। সর্বত্র প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আরো জানান প্রতিটা বুথে ন্যূনতম তিনজন নিরাপত্তা কর্মী মোতায়ন করা হয়েছে। তবে স্পর্শ কাতর এবং অতি স্পর্শকাতর ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজন অনুসারে তিন জনের বেশি নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য রাজ্যের ৩৫টি ব্লকে মোট ভোট কেন্দ্র রয়েছে ২ হাজার দুইশ ১৯টি। ৩০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী সহ রাজ্যের প্রায় দশ হাজার নিরাপত্তা কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার। আজ সকাল থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ডুকলী আরডি ব্লকের ভোট কর্মীরা ভোট সামগ্রী নিয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে যার যার ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্য রওয়ানা দিয়েছেন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

এবিষয়ে অফিসার সুশান্ত দত্ত জানিয়েছেন, ডুকলি ব্লকের অন্তর্গত ৭১টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে মোট চার থেকে পাঁচজন করে রাজ্য পুলিশ ও সিআরপিএফ মোতায়েন থাকবে। তাছাড়া, ভোট কেন্দ্রে ৪৪০ জনের মতো ভোট কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত সব কিছু শান্তিপূর্ন ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।আজ সকাল থেকেই ভোট কর্মীরা তাদের নিজ নিজ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে।এদিন তিনি, ভোটারদের নিশ্চিন্তে ভোট প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন।

৮ই জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০২৪ এর ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০২৪ এ বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ৩টি আসন, গ্রাম পঞ্চায়েতের ২টি আসনে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে রওনা দিলেন ভোট কর্মীরা ভোট সামগ্রী নিয়ে।

এই বিষয়ে বামুটিয়া ব্লকের বিডিও আমিতাভ ভট্টাচার্য সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে এবং চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ৬৫টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে এবং নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি ব্লক এলাকার জনগণের প্রতি সকাল সকাল ভোট কেন্দ্রে গিয়ে সৌহার্দ্য এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দানের আহ্বান রাখেন।

অন্যদিকে, আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে সরব ভোট প্রচার এখন শেষ। ৮ই আগস্ট বৃহস্পতিবার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হবে এবং ১২ আগস্ট হবে গণনা। যুবরাজনগর আরডি ব্লকের আধিকারিক দেবপ্রিয়া দাস জানান এই ব্লকের অধীন ৯৮ টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। যেসব পোলিংয়ের কাজে সরকারি কর্মীরা বরাদ্দ করা হয়েছে তারা আজ নিরাপত্তা কর্মী এবং ব্যালট বক্স নিয়ে যার যার পোলিং স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। প্রত্যেকটি বুথে ভোট কর্মীরা নিরাপদে পৌঁছে গেছেন। কালাছড়া আরডি ব্লকের ব্লক আধিকারিক অমিত চন্দ জানান এ ব্লকের অধীনে রয়েছে ৮৪টি পোলিং স্টেশন। তার মধ্যে একটি স্থানীয় পোলিং স্টেশন হওয়ায় ৮৩ এর জন্য নির্ধারিত কর্মীরা নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়ে এবং ব্যালট বক্স নিয়ে সকাল সাতটায় রিপোর্টিং করে যাত্রা শুরু করেছে। উত্তর জেলার ধর্মনগর, পানিসাগর এবং কাঞ্চনপুর থেকে সরকারি কর্মীরা এসে পঞ্চায়েতের কাজে যোগদান করেছে। ভোট প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ এবং নির্দ্বিধায় মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সকাল সাতটা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হবে এবং ১২ আগস্ট গণনা শুরু হবে।

আগামীকাল রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। স্বাভাবিকভাবেই দিকে দিকে ব্যস্ততার সার্বিক চিত্র। বিশেষ করে সকাল থেকেই রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় সমূহে ভোট গ্রহণ কাজে নিযুক্ত কর্মী, নিরাপত্তা বাহিনী থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মচারীদের ব্যস্ততা চোখে পড়ার মত। একই রকম স্বতঃস্ফূর্ত ছবি কল্যাণপুর ব্লক প্রশাসন তথা রিটার্নিং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিঠাকুরের প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠানে

ভারতীয় সংস্কৃতিবোধ আগামী প্রজন্মের কাজে তুলে ধরার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের সমাজ জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি বিরাজমান। এজন্য আমরা বলি কবির মৃত্যু নেই। কবির ঐতিহ্য নিয়েই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আজকের দিনে এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমী বলেন, আমাদের চিন্তা-চেতনায়, সমাজ জীবনে, দেশপ্রেমে সবকিছুতেই জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। কবির সাহিত্য, দর্শন, চিন্তাভাবনা সঙ্কটকালে আমাদের উত্তরণের পথ দেখিয়েছে। মুখ্যমী বলেন, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের পদচারণা ছিল। সর্বক্ষেত্রেই তিনি বিময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্য সৃস্টির পাশাপাশি তিনি একজন দেশপ্রেমীও ছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় সংহতি রক্ষার জন্য তিনি রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজদের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। ভারত এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সৃষ্টি। তিনি বলেন, ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭বার ত্রিপুরায় এসেছিলেন। ত্রিপুরার পটভূমিতে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত রাজর্ষি, বিসর্জন, মুকুট ত্রিপুরাকে বিশ্ব পরিচিতি দিয়েছে। মুখ্যমী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনা, সাহিত্য, সৃষ্টি, দেশপ্রেম, ভারতীয় সংস্কৃতিবোধ আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অনেক গুণাবলীর সমাহার বিশ্বে বিরল। এমন বিশাল ব্যক্তিত্ব যার সঙ্গে কারোর তুলনা করা যায়না। আমাদের সবার জীবনেই প্রতিনিয়ত রবীন্দ্রনাথ বিরাজমান। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন, সাহিত্য, দেশপ্রেম বিষয়ে আলোচনা করেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড় পরমাশ্রী দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। মঞ্চে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে আজ অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ

মনির হোসেন, ঢাকা, আগষ্ট ০৭ ।। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে সশস্ত্র বাহিনী সব ধরনের সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বলেন, আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ অনুষ্ঠান হতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদস্য সংখ্যা হতে পারে ১৫ জনের মতো। দু-এক জন বেশিও হতে পারে।

বুধবার বিকেলে সেনাসদরে এক সংবাদ সম্মেলনে সেনাপ্রধান এসব কথা বলেন।

এদিকে, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড় মুহাম্মদ ইউনূস আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে দেশে ফিরবেন। মুহাম্মদ ইউনূস বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিসে আছেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে দেশে অন্তর্বর্তী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক করলেন বিএসএফের ডিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট ।। আজ ত্রিপুরায় একদিনের সফরে আসলেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মহাপরিচালক দলজিৎ সিং চৌধুরী। পর্বতী সময়ে তিনি শালবাগানস্থিত বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের সদর দপ্তরে এডিজি রবি গান্ধীর সাথে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করেছেন।

উল্লেখ্য, আজ সকাল ১০:৪৫ মিনিটে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী মহাপরিচালক দলজিৎ সিং চৌধুরী আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এদিন বিমানবন্দরে তাকে আইজি এস প্যাটেল পীযূষ পুরুষোত্তম দাস অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

তারপর ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী রাজ্যের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিএসএফের উর্ধতন

কর্মকর্তাদের সাথে একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। পাশাপাশি, বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা করেন।এদিন তিনি বিএসএফ-এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ এবং আন্তঃ সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধের প্রশংসা করেন।

তারপর তিনি রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে ডিজি ত্রিপুরা পুলিশ অমিতাভ রঞ্জন, অনুরাগ ধনকার সাথে বৈঠক করেছিলেন। তারপর আজ সন্ধ্যায় তিনি দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

এদিকে, বিএসএফের মহানির্দেশক দলজিৎ সিং চৌধুরী আজ আগরতলায় আসেন। ত্রিপুরায় ৮৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় ত্রিপুরা সহ ১২টি শূণ্য আসনের নির্বাচনের দিন ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। নয় রাজ্যের রাজ্যসভার ১২টি শূন্য আসনে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা সহ নয় রাজ্যের রাজ্যসভা আসনে ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি আগামী ১৪ আগস্ট জারি করা হবে।

আজ জাতীয় নির্বাচন কমিশন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে। ত্রিপুরা, অসম, বিহার, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা এবং উড়িষ্যায় আগামী ৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যসভার শূন্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ২১ আগস্ট। মনোনয়নপত্রগুলি স্কুটিনি করা হবে ২২ আগস্ট। অসম, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৬ আগস্ট। তেমনি, বিহার, উড়িষ্যা, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান এবং হরিয়ানায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৭ আগস্ট।আগামী ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগণনা হবে ওইদিন বিকাল ৫টা থেকে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

অভয়নগরে অস্থায়ী বাজার নিয়ে সমস্যা, বৈঠক করলেন মন্ত্রী-বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। কিছুদিন পূর্বে অভয়নগর ব্রিজ সংলগ্ন অবৈধ অস্থায়ী জনজাতি বাজারটি পুর নিগম উচ্ছেদ করে দেয়। বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ ছিল যানবাহন চলাচল সহ জনসাধারণের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এই অস্থায়ী বাজারটি। প্রত্যেকদিনই লেগে থাকত যানজট। কিন্তু এই বাজারটি উচ্ছেদের পরই দেখা দেয় বিতর্ক।

সে বিতর্ককে কেন্দ্র করে আজ অভয়নগর বাজারে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর হীরালাল দেবনাথ বাজার ব্যবসায়ীরা সহ অন্যান্যরা।

মূলত ব্রিজ সংলগ্ন অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের স্থায়ী ব্যবস্থা করা নিয়েই আজকের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আজকের এই বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কোন বাজার বা রাস্তায় বেআইনিভাবে কাউকে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হবে না। পাশাপাশি তিনি বলেন, বাজারে না বসে রাস্তার পাশে ব্যবসা করার জন্য বসে যাওয়ার ঝুঁক সমস্ত শহরের জন্য একটি সমস্যার সৃষ্টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত এক যুবক

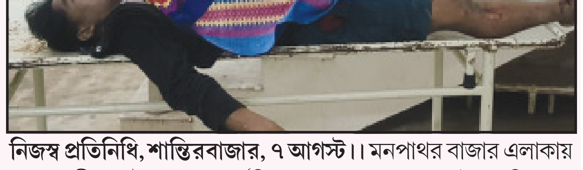

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ আগস্ট।। মনপাথর বাজার এলাকায় মেক্স গাড়ী ও বাইকের সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন একজন। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বুধবার সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার মনপাথর নতুনবাজার এলাকায় জাতীয় সড়কে টিআর০৮-এফ-৮৪১৮ নাম্বারের বাইক ও টিআর০৩-এ-২৮০২ নাম্বারের মেক্স গাড়ীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। এতে করে বাইক চালক কলসী এলাকার বাসিন্দা দেবারঞ্জন ত্রিপুরা(৩০) জাতীয় সড়ক ছিটকে পরে গিয়ে প্রান হারায়।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা দুর্ঘটনাগ্রস্থ যুবককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এই ব্যাপারে হাতে একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। দুর্ঘটনা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানালেন শান্তিরবাজার মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সৌগত চাকমা ও শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মী।

এদিকে উক্ত দুর্ঘটনার খবর গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই সমগ্র এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মায়ের বকুনিতে আত্মহত্যা ছেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। মোবাইল নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়ার জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল এক কিশোর। ঘটনা মান্দাই এলাকায়। মোবাইল ফোন নিয়ে মা ও ছেলের মধ্যে ঝগড়াকে কেন্দ্র করে অপমানে অভিমানে বিষপানে আত্মহত্যা করল এক কিশোর। কিশোরটির নাম বিশ্বজিৎ দেববর্মা। বাড়ি মান্দাইয়ের নতুন বাড়ি এলাকায়। জানা যায়, মা তাকে গালমন্দ করায় অভিমানে বিষ পান করে ফেলে। পরিবারের লোকজনরা তাকে প্রথমে মান্দাই হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৭ বছর বয়সী বিশ্বজিৎ দেববর্মার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুটমিল কর্মচারীদের মামলায়

সরকারকে ৮ সপ্তাহ সময় দিল উচ্চ আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। জুট মিলের কর্মচারীদের বকেয়া টাকা ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে উচ্চ আদালতের রায় অবমাননা মামলায় ফের ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। আজ উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ রায় কার্যকর করার জন্য আট সপ্তাহের সময় বেঁধে দিয়েছে।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন, জুটমিল কর্মচারী ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ১৯১ জন কর্মচারীকে আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে। তার জন্য জুটমিলের ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কিন্তু জুটমিলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আরো ২২৭ জন কর্মচারী বকেয়া টাকা পাবেন। এর জন্য জুটমিলের আরো ৩৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। ৩৫ কোটি টাকা বন্দোবস্তো করার জন্য জুটমিল কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের কাছে দরখাস্ত হয়েছ। পাশাপাশি জুটমিলে বিভিন্ন জমি বিক্রি করার পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। তারপরও রাজ্য সরকার এবং জুটমিল কর্তৃপক্ষ আদালতের কাছে ৮ মাসের সময়সীমা চেয়েছিল। কিন্তু উচ্চ আদালত আট সপ্তাহে সময় বেধে দিয়েছে। উল্লেখ্য, জুটমিল কর্মচারীরা এর আগে সুপ্রিমকোর্টে এনিয়ে মামলা করেছিলো। এই মামলাতেও আদালত রাজ্য সরকারকে তাদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক রাজ্য সরকার প্রাপ্য বকেয়ার কিছু অর্থ মিটিয়ে দিলেও এখনো বকেয়া পুরো অর্থ বাকি রয়ে গেছে বলে জুটমিল কর্মচারীদের অভিযোগ।

CMYK

Page 1.pmd 1 08-08-2024, 12:20

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ২৫১ ◘ ৮ আগস্ট ২০২৪ ইং◘ ২৩ শ্রাবণ ◘ বৃহস্পতিবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

প্রয়াণ দিবসে বিশ্ব কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নোবেলজয়ী বরেণ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সাহিত্যের স্তম্ভ, বহু শাখাপ্রশাখা পরিবৃত মহিরুহ, একাই একটি প্রতিষ্ঠান। একজন মানুষের মধ্যে অনেকগুলো বিরল প্রতিভার সৃষ্টিশীল মানুষের সমন্বয়ী অবস্থান ত্তশিক্ষক পথপ্রদর্শক দার্শনিক কবি গীতিনাট্যকার ছড়াকার গল্পকার ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিক নাট্যকার গীতিকার সুরকার সংগীতশিল্পী অভিনেতা পরিচালক চলচ্চিত্রবেত্তা চিত্রশিল্পী ভাষাতাত্ত্বিক বৈয়াকরণ তাঁহাকে করিয়াছে ভুবনভাসানো যশস্বী।ভুবনভাবনায় মানবিকতায় কল্যাণচিন্তায় শুভময়তায় সুচেতনায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে, মৌলবাদী ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে , সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৌহার্দ্য সাম্যবাদ শান্তি ও সংহতির সপক্ষে এমন সোচ্চার বলিষ্ঠ নির্ভীক কণ্ঠস্বর সাম্প্রত সময়েও অনুকরণীয় অনুসরণীয় ও প্রাসঙ্গিক।

তাঁহাকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও আত্যন্তিক প্রণাম।

কয়েক পুরুষ আগে তাঁহার পূর্বপুরুষরা পূর্ববঙ্গ (আজকের বাংলাদেশ) থেকে ব্যবসার সূত্রে কলকাতায় গিয়া বসবাস শুরু করিয়াছিলেন।

বাংলা ১৩৪৮ সনের শ্রাবণ মাসে অসুস্থ হইয়া পড়েন রবীন্দ্রনাথ। চিকিৎসকরা পরামর্শ করে ঠিক করেন, অস্ত্রোপচার করিতেই হইবে। ৯ শ্রাবণ (২৫ জুলাই) শান্তিনিকেতন থেকে ৮০ বছর বয়সী ভগ্নস্বাস্থ্যের কবিকে কলকাতায় নিয়া যাওয়া হয়। ৩০ জুলাই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁহার শরীরে অস্ত্রোপচার হয়। জীবনী থেকে জানা যায়, মৃত্যুর মাত্র সাত দিন আগে পর্যন্তও কবি সৃষ্টিশীল ছিলেন। জোড়াসাঁকোতে রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি বলিতেন আর শান্তিনিকেতনের তরুণ আশ্রমিক (পরে লেখিকা, শিল্পী) রানী চন্দ লিখে নিতেন। অস্ত্রোপচার করা হইলেও তাহা কাজে আসেনি। অবস্থা দ্রুত খারাপ হইতে থাকে।

বহু প্রতিভার এক আপন সত্ত্বার অধিকারী এই কবি তাহার প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন বিশ্ব দরবারে। পাইয়াছিলেন বিশ্বকবির সম্মান। তিনি বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

১৮৭৮ সালে তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''কবিকাহিনী'' প্রকাশিত হয়। সেসময় থেকেই কবির লেখা দেশ-বিদেশে প্রকাশিত হইতে থাকে। উপন্যাস, নাটক, সংগীত, প্রবন্ধ, চিত্রকলা বা দর্শন বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নাই যেখানে বিচরণ করেননি রবীন্দ্রনাথ। অসাধারণ সৃজনশীলতা, নিবিড় জীবনবোধ ও ভাষার অনন্য প্রকাশভঙ্গি দিয়া সাহিত্যের সমসাময়িক বিশ্বে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। বিশ্বের নানা ভাষায় তাহার সাহিত্যকর্ম অনূদিত হইয়াছে। নানা দেশের পাঠ্যসূচিতে তাহার লেখা সংযোজিত হইয়াছে।রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রধান উপজীব্য ছিল জীবনানুভুতি যেখানে বাঙালির জাতিসত্তা, আশা-আকঙ্খা-নিরাশার আবেদনগুলো স্পষ্টভাবে ওঠিয়া আসিয়াছে। এটি এমন প্রবলভাবে আসিয়াছে যে তিনিই হইয়া ওঠিয়াছেন বাঙালির জাতিসত্তা ও বোধের এক অপার আধার।তাহার প্রকাশিত কবিতার বই ৫২টি, উপন্যাস ১৩টি, ছোটগল্পের বই ৯৫টি, প্রবন্ধ ও গদ্যগ্রন্থ ৩৬টি এবং নাটকের বই ৩৮টি। কবির মৃত্যুর পর ৩৬ খণ্ডে ''রবীন্দ্র রচনাবলী'' প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া, ১৯ খণ্ডের রহিয়াছে ''রবীন্দ্র চিঠিপত্র''।এ সব মৌলিক সৃজনশীলতার বাইরেও কবির প্রতিভার স্ফুরণ রহিয়াছে। জমিদার পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি জমিদারিও করিয়াছেন। তাহার প্রজাহিতৈষী মনোভাব সর্বজন বিদিত।কবি রচনা করিয়াছেন ২ হাজারের বেশি গান। অধিকাংশ গানের সুরারোপর তারই। ''গীতবিতান'' তার সমগ্র গানের গ্রন্থ।কবির লেখা ''আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'' বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। ভারতের জাতীয় সংগীতটিও কবির লেখা। কবি তাহার গান দিয়াও চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন শতকোটি মানুষের হৃদয়ে।

বাংলাদেশ ব্যাঙ্কে তুমুল বিক্ষোভ, ভয়ে পালালেন ডেপুটি গভর্নর ও উপদেষ্টারা

ঢাকা, ৭ আগস্ট (হি.স.): ব্যাপক বিক্ষোভে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি বাংলাদেশ ব্যাঙ্কে। বিক্ষোভের মুখে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক থেকে পালিয়েছেন ডেপুটি গভর্নর ও উপদেষ্টারা। ব্যাঙ্ক সেক্টরে লুট, দখল, অনৈতিক সুবিধা প্রদান ও নানা অনিয়মের সহযোগিতা করার দায়ে বিক্ষোভের মুখে তারা বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক ছাড়েন। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার সময় গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার কার্যালয়ে ছিলেন না।বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্নর বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলায় আধিকারিকরা 'ভুয়ো ভুয়ো' বলে স্লোগান দিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। এই সময় কার্যালয় থেকে বের হয়ে যান দুই ডেপুটি গভর্নর খোরশেদ আলম, ড় হাবিবুর রহমান ও অন্যান্যরা। বিক্ষোভকারীরা ৩০ তলা ভবনের নিচে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

বাংলাদেশের নিপীড়িত সংখ্যালঘু হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানো দরকার, বার্তা সদ্গুরুর

কোয়েম্বাটুর, ৭ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের একের পর অভিযোগ উঠছে। সেই নিয়েই এবার মুখ খুললেন সদগুরু জাগ্গি বাসুদেব। বুধবার সকালে নিজের এক্স হান্ডেলে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের একটি খবর শেয়ার করেন সদগুরু। সঙ্গে লেখেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের সঙ্গে যা হচ্ছে, তা আর শুধু পড়শি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। আমরা দ্রুত এঁদের পাশে না দাঁড়ালে, পড়শি দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত ভারত কখনওই মহা-ভারত হয়ে উঠতে পারবে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি এও বলেন, এটা আমাদের দায়িত্ব, ওইদেশের নিপীড়িত সংখ্যালঘু হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানো।

পশ্চিম মেদিনীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা যাত্রীবাহী বাসের, আহত ৫

মেদিনীপুর, ৭ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়লো একটি যাত্রীবাহী বাস। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের কুলিগেড়িয়ার কাছে জাতীয় সড়কে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকাই দাঁতনের দিক থেকে মেদিনীপুর যাওয়ার পথে একটি মালবোঝাই ট্রাককে ধাক্কা মারে বাসটি। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা, পরে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বাসের ৫ জন যাত্রী। তাঁদের স্থানীয় বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বাসটি উদ্ধার করেছে বেলদা থানার পুলিশ।

যেভাবে নিঃশেষ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বংশধারা

কাজী আলিম-উজ-জামান

'আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।
আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্থান
সেথা হতে যা হারায়, মেলে না সন্ধান'

স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন ফিরে গেলেন। তখন তিনি নতুন প্রতিষ্ঠিত ওই বিদ্যায়তনের শিক্ষাদানপদ্ধতি নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করছিলেন। পরীক্ষা---নিরীক্ষা করছিলেন বারবার। সেখানকার কাজে এতটাই মগ্ন হয়ে গেলেন, যেন কোনো কিছুই তাঁর মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না। বাইরে থেকে তাঁকে বেশ শক্ত দেখাত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ। বিচ্ছেদ ও একাকিত্বের গভীর বেদনার ছাপ কবি প্রকাশ করতেন তাঁর কবিতায়, লেখায়। উপরোক্ত কবিতাটি তখনই লেখা, যা প্রকাশিত হয়েছিল স্মরণ কাব্যগ্রন্থে।

তিন কন্যা ও দুই পুত্রসন্তানের পিতা ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৪১ সালে কবির মৃত্যুর পর আর মাত্র ২৮ বছর কবির ঔরসজাত বংশধরেরা বেঁচে ছিলেন। এই প্রবন্ধে মৃত্যুর দূত কীভাবে রবি ঠাকুরের পরিবারে হানা দিয়েছিল, পাঠককে তা জানাব।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির 'জমিদার পুত্র' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন খুলনার দক্ষিণ ডিহির মেয়ে ৯ বছরের ভবতারিণীকে, পরে রবি ঠাকুরই যাঁর নাম দেন মৃণালিনী দেবী। একেবারেই আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করতেন এই মৃণালিনী। দিনের বড় একটা সময় তাঁর হেঁশেলেই কাটত। ভোজনরসিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর মৃণালিনীকে নতুন নতুন পদ রান্না করতে হতো। কবির বন্ধুবান্ধব যাঁরা আসতেন, সবাই 'বৌঠানের' রান্নার ভক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনীর দাম্পত্যজীবন ছিল মাত্র ১৯ বছরের। মৃত্যুর সময় মৃণালিনীর বয়স ছিল মাত্র ২৯ বছর। ১৮৭৩ সালে তাঁর জন্ম, আর মৃত্যু ১৯০২ সালে।

মৃণালিনী অসুখে পড়লে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। চিকিৎসকেরা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনায়, 'শেষবার আমি যখন তাঁর শয্যাপাশে গেলাম, তখন তিনি কথাও বলতে পারেন না। আমাকে দেখে তাঁর গাল বেয়ে নীরব অশ্রুধারা বইতে লাগল।রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছোট ভাই শমীন্দ্রনাথ তখন খুব ছোট। ওই রাতে তাঁদের তিন বোন বেলা, রানী ও মীরা বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। রাতে কেউ ঘুমাতে পারেননি। রথীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'একটা প্রচ্ছন্ন ভয় আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল।' তিনি লিখেছেন, 'চিলেকোঠা থেকে মায়ের ঘরটা দেখা যেত। খুব সকালে আমরা সেখানে গেলাম ও ভয়ে ভয়ে উঁকি দিলাম। সারা ঘরে একটা অলক্ষুনে নীরবতা। যেন মৃত্যুর ছায়া সে রাতে গোপনে বাড়ির চারিধার মাড়িয়ে গেছে। কেউ বলে না দিলেও আমরা বুঝতে পারছিলাম যে মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।'

স্ত্রীর মৃত্যু ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিবারে দুঃখের মিছিলের শুরু। শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে স্কুলের কাজে যেই মনোনিবেশ করেছেন, অমনি মেজ কন্যা রানীর (রেনুকা দেবী) যক্ষ্মা। তখন এ রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। কবিগুরু মেয়েকে নিয়ে গেলেন প্রথমে হাজারিবাগ (ঝাড়খন্ড), পরে আলমোড়ার পাহাড়ে (উত্তরাখন্ড)। সেখানে রানীর স্বাস্থের কিছুটা উন্নতি হলো। তা দেখে রানীকে কলকাতায় নিয়ে এলেন কবি; কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আবার ফিরে এল যক্ষ্মা। এবার আরও শক্তিশালী রূপে। রানীকে বাঁচানো গেল না। স্ত্রীর মৃত্যুর ৯ মাসের মাথায় মেয়ে রানীকে হারালেন রবীন্দ্রনাথ। কবি এই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র ১০ বছর ৬ মাস বয়সে। রেনুকা বেঁচে ছিল মাত্র ১২ বছর সাত মাস। মাঝের সময়টুকু ছিল তাঁর দাম্পত্যজীবন।

রেনুকার মৃত্যুর পর আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে স্কুলের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন

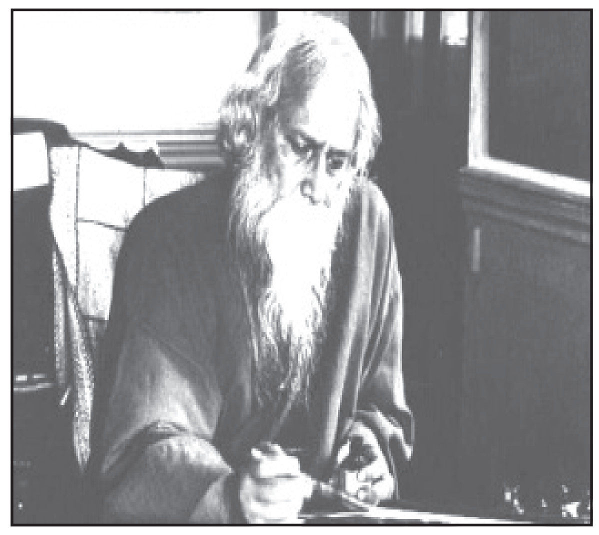

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখনকার দিনে শিক্ষক খুঁজে পাওয়া ছিল বিরাট কঠিন কাজ। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রায়শ শিক্ষক বদলাতে হতো। নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে বাবা নিজেই তাঁর প্রশিক্ষণের ভার নিতেন। তাঁকে শিখিয়ে-পড়িয়ে শান্তিনিকেতনের আদর্শের উপযুক্ত করে তুলতেন। তাঁর পরিচালনায় স্কুলের উন্নতি হতে লাগল। মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেল।' প্রসঙ্গত, রথীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম পাঁচ ছাত্রের একজন।

রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছোট ভাই শমীন্দ্রনাথ তখন খুব ছোট। ওই রাতে তাঁদের তিন বোন বেলা, রানী ও মীরা বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। রাতে কেউ ঘুমাতে পারেননি। রথীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'একটা প্রচ্ছন্ন ভয় আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল।'

স্কুলের যখন এমন উন্নতি, তখনই রবীন্দ্রনাথের কাছে খবর এল পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তখন বিশাল ব্যক্তিত্ব, বিরাট প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ পড়িমড়ি করে কলকাতায় ফিরে গেলেন। পিতাকে বাঁচানো গেল না। তবু রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ছাড়তে পারলেন না। কারণ ঠাকুর পরিবারের কর্তার মৃত্যু হয়েছে। বিষয়সম্পত্তির বিলিবণ্টনসহ নানা কিছু সামনে এল। মহর্ষির মৃত্যুর পর অপ্রত্যাশিতভাবে যৌথ পরিবারটি ভেঙে গেল। কারণ ঠাকুর পরিবারের কেউ আর একসঙ্গে থাকতে চাইলেন না। ততদিনে রথীন্দ্রনাথ যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে গেছেন। কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়ছেন। ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ ও ছোট কন্যা মীরা দেবীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ সময় শান্তিনিকেতনে থাকতেন। শমীন্দ্র ছিল কল্পনাপ্রবণ। পরিবারের সবার আশা ছিল, শমীন্দ্র একদিন পিতার মতোই বড় কবি হবে; কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। ছুটি কাটাতে বন্ধুদের সঙ্গে মুঙ্গের (বিহার) গিয়েছিল শমীন্দ্র। সেখানে গিয়ে আক্রান্ত হলো কলেরায়।

তখনকার দিনে কলেরা ও যক্ষ্মার মতো রোগের চিকিৎসা ছিল না বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ মুঙ্গের পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর শমীন্দ্রর মৃত্যু হলো। তখন তাঁর বয়স ১১ বছর। পাঁচ বছর আগে মা যেদিন মারা গিয়েছিলেন, সেই একই দিনে মারা গেল শমীন্দ্র (২৩ নভেম্বর, ১৯০৭)। স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় বাস করতেন রবীন্দ্রনাথের বড় কন্যা বেলা (মাধুরীলতা)। রানীর মতো এই বেলারও যক্ষ্মা ধরা পড়ল। বেলাকে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় একটু বেশি ভালোবাসতেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'অসুখ ধরা পড়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বক্ষণ বাবা তাঁর বিছানার পাশে থাকতেন। বাবা যে যত্ন করতেন আর যেভাবে তাঁকে আনন্দিত রাখতে রাখতে চেষ্টা করতেন, সম্ভবত কোনো নার্সই তা পারত না। বেলার লেখার হাত ভালো ছিল। বাবা কাহিনীর মসলা যোগান দিতেন আর তাঁকে দিয়ে গল্প লেখাতেন।' বেলার মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে বড় আঘাত দিয়েছিল। মৃত্যুর সময় বেলার বয়স হয়েছিল ৩১ বছর ৬ মাস। তবে ছেলেমেয়েদের অসুস্থতা, একের পর এক মৃত্যু হলেও রবীন্দ্রনাথের কলম থেমে থাকেনি। মেজ কন্যা রানীকে যখন আরোগ্য লাভের আশায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন, সে সময়টায় তিনি লেখেন চোখের বালি ও 'নৌকাডুবি'র মতো উপন্যাস। একটি অধ্যায় লেখা হলেই তিনি পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতেন। নিজে যত দুঃখ---কষ্টের মধ্যে থাকুন না কেন, পত্রিকার সম্পাদকদের অপেক্ষায় রাখতেন না। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'চারপাশের পরিবেশগত বা মানসিক এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও যে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ আর অন্যান্য লেখার স্রোত বয়ে গেছে, আবেগ নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা আর সৃষ্টির অদম্য তাড়না না থাকলে তা সম্ভব হতো না।'

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, কবির পাঁচ পুত্র-কন্যার মধ্যে তিনজনবেলা, রানী ও শমীন্দ্র কবির জীবদ্দশাতেই মারা যান। রইলেন কেবল পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা দেবী।

কবির বয়স তখন ৭১ বছর। এ সময় সব পরীক্ষা---নিরীক্ষায় নিশ্চিত হলো পুত্র রথীন্দ্রনাথের ঔরসে সন্তান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবী সারা জীবন 'বাবা---মশায়ের' সেবাযত্ন করেই কাটিয়েছেন। রথীন্দ্রনাথ নন্দিনী (পুপে) নামের একটি মেয়েকে দত্তক নিলেন। এই নন্দিনীও নিঃসন্তান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মেয়ে মীরা আর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর বোন নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় (বুড়ি) তখন রবীন্দ্রনাথের একমাত্র জীবিত বংশধর। জার্মানিতে পড়াশোনার সময় নীতিন্দ্রনাথ মারা যান ১৯৩২ সালের ৭ আগস্ট। আর নন্দিতাও নিঃসন্তান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হন ১৯৪১ সালে। এর কুড়ি বছর পর ১৯৬১ সালে মারা যান পুত্র রথীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তিনি। এরপর ১৯৬৭ সালে মৃত্যু হয় নাতনি নন্দিতার। তখন কবির ঔরসজাত বংশধর ছিলেন কেবল কন্যা মীরা দেবী। এই মীরাও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন মেয়ের (নন্দিতা) মৃত্যুর দুই বছর পর, ১৯৬৯ সালে। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল কবির বংশধর।

সূত্র: 'আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ', রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদ: কবির চান্দ। রথীন্দ্রনাথের 'অন দ্য এজেস অব টাইম' বইটির প্রথম অনুবাদ করেন ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। তিনি নামকরণ করেছিলেন 'পিতৃস্মৃতি'। কবির চান্দর অনুবাদে নাম হয় 'আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ'। প্রকাশক অ্যাডর্ন পাবলিকেশন।

মহাবিশ্বের কাণ্ডকারখানা আজব হলেও আজগবি নয়

কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম ছবি বলে কথা! এই ইনস্টাগ্রামের যুগে কোনও সেলিব্রিটির প্রথম একঝলক ছবির মতো এর ছবিও সবার মুখের কথা হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্যের ফুলঝুরির অন্ত নেই, আর 'মিম্'-এর মেলা বসে গিয়েছে। কেউ বলছে, 'ইস, ভাল ক্যামেরা থাকলে আরেকটু ফোকাস করতে পারত!' অন্য এক মুনিরর মত, 'না হে, এটা জাল ছবি, কৃষ্ণগহ্বর তো সবকিছু গ্রাস করে নেয় শুনেছি, তাহলে ক্যামেরাটাকে গিয়ে উদ্ধার করল?' শেষমেশ এক তান্ত্রিক সাধুও এই ছবি লাগিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, কারও ওপর কৃষ্ণগহ্বরের কুনজরের সুরাহা করতে সত্ত্বও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হোক!

বিজ্ঞানী মহলেও জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। এই ছবি তুলতে গিয়ে এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা মিলে কাজ করেছেন যে, তার বিভিন্ন দিকগুলো ব্যাখ্যা করা কোনও একজনের সাধ্য নয়! তাই সাধারণ বিজ্ঞানীদের মধ্যেও প্রশ্নের শেষ নেই। আর এর জন্য ঠিক কাকে প্রশংশা করা উচিত---সেটাও পরিষ্কার নয়। অনেক তাত্তিকদের আবার বক্তব্য, এ তো সব জানা কথা, কেউ না কেই একদিন করতই। এই ডামাডোলে একদল নাছোড়বান্দা বিজ্ঞানী এক দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী যেন কোথাও হারিয়ে গিয়েছে! কৃষ্ণগহ্বরের তাত্ত্বিক অঙ্ক তো পদার্থবিদ্যার স্নাতকোত্তর স্তরের মোটামুটি সব ছাত্রছাত্রীই কষে দেখাতে পারে, কিন্তু এর চাক্ষুষ প্রমাণ করে দেখানো যে কী অসাধ্য সাধনের কাজ---সেটা জানলে সেলাম ঠুকতে হয় এই দলের বিজ্ঞানীদের! প্রথমে দেকা যাক, 'কৃষ্ণগহ্বরের ছবি' বলতে কী বোঝায়? ছবি তুলতে আলোর দরকার,সেটা আমরা সবাই জানি। অন্ধকারে ফোটো তুলতে গেলে আমরা ফ্ল্যাশ ব্যবহার করি, সেই ফ্ল্যাশের আলো আমাদের মুখের ওপর পড়ে এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ক্যামেরায় বন্দি হয়। তবে কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাপার আলাদা। সেটি তো সবকিছু গ্রাস করে, আলোর ও নিস্তার নেই। তাই সেখান থেকে কোনও আলোই প্রতিফলিত হয়ে আসার কথা নয়।

১৯৭৯ সালে জঁ-পিয়ের লুমিনে নামের এক বিজ্ঞানী এই বিষয়ে ভাবতে ভাবতে একটা উপায় খুঁজে পান। তখন আধুনিক কম্পিউটারের কোডের একলাইন লেখা হত। তিনি সেই মান্ধাতা আমলের কম্পিউটার ব্যবহার করেই কৃষ্ণগহ্বরের ছবি তুললে কেমন দেখাবে, তার একটা আভাস দিয়েছিলেন। তবে তখন তাঁর কথায় অনেকে গুরুত্ব দেননি, কারণ এরকম ছবি তোলারকথা কল্পবিজ্ঞানের মতো মনে হয়েছিল। (হয়তো আরেকটা কারণ ছিল---তাঁর ফরাসি নামের মধ্যে 'আলো' শব্দটা লুকিয়ে আছে, তাই অনেকে মনে করেছিল যে, 'লুমিনে' একটি ছদ্মনাম, আসল নাম নয়!) কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল খুব সহজ। আইনস্টাইনের 'আপিক্ষিক তত্ত্ব' অনুযায়ী যে কোনও বস্তু তার চারিদিকের দেশ বা 'স্পেস' বাঁকিয়ে দেয়। যত বেশি ভারী, তত বেশি তার দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়ার ক্ষমতা। আমাদের পৃথিবীর চারিদিকেও স্পেস বাঁকা। সেই বাঁধা উঠোনে চলতে গিয়ে চাঁদ সোজা যেতে পারে না---আমাদের চারিদিকে আবর্তন করে। কৃষ্ণগহ্বরের বৈশিষ্ট্য হল তার চারিদিকের স্পেস এত বেশি মোচড়ানো যে, একটা দূরত্বে চলে এলে আলোও বেরনোর পথ পায় না। ছবিতে এই সর্বগ্রাসী অংশটুকু কালো রং দিয়ে দেখানো হয়েছে।

কৃষ্ণগহ্বরের সেই মারাত্মক অংশের বাইরের অঞ্চল এত সাংঘাতিকভাবে না হলেও বেশ বাঁকা । আলো সেখানে এলে বন্দি হবে না, একটু নাকানিচোবানি খাবে, এই আর কী! বিশেষ করে একটি দূরত্ব আছে যেখানে আলো পড়লে একবার তার পিছন থেকে ঘুরে এসে ফিরে আসবে। তার চোরাবালি মার্কা দেশের মধ্যে ডুব দিয়ে উঠে আসার মতো।

এর ফলে ছবি তোলার একটি উপায় পাওয়া গেল। কারণ এটাও তো এক ধরনের প্রতিফলন ,ছবি তোলার জন্য যা দরকার। অর্থাৎ, কৃষ্ণগহ্বরের ওপর আলো ফেললে তার একটা বিশেষ দূরত্বে আলোর বিন্দুসমূহ দেখা যাবে। এই আলোকিত বিন্দুগুলোর সমাহার দিয়ে তৈরি হবে একটি আলোকিত বলয়। ঠিক বৃত্ত নয়, তবে প্রায় গোলাকার এক বলয়। আর তাতেই নিহিত থাকবে কৃষ্ণগহ্বরের বৃত্তান্ত।

একদিক দিয়ে বলা যায়---এটা কৃষ্ণগহ্বরের ছায়ার ছবি। কারণ আমরা যদি ছবি তোলার সময় ফ্ল্যাশের আলো ব্যবহার করি এবং সেই আলো কোনও নিকষ কালো বস্তুর ওপর পড়ে, তখন তার পিছনে যে ছায়া পড়বে সেই অংশটি আমরা কালো দেখব। এখানেও আলোর বলয়ের ভিতরের অংশটি কালো, কারণ, ওখানে কৃষ্ণগহ্বরের ছায়া পড়েছে।

এর জন্যই কৃষ্ণগহ্বরের ছবিটি একটি আংটির মতো দেখতে। কিন্তু তার একদিকে, অন্যদিকের তুলনায় খানিকাট বেশি উজ্জ্বল কেন? তার কারণ যে ফ্ল্যাশের আলো ব্যবহার করে এই ছবি তোলা হয়েছে, সেটার উৎসটাই এমন যে তার একদিক কানিকটা বেশি উজ্জ্বল।

কৃষ্ণগহ্বরের সামনে আলোর উৎস হল তার কালো গ্রাসে পড়া পদার্থ। কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষের টানে তার ওপর এসে পড়ার আগে পদার্থ চরকির মতো পাক খায়। যতই আকষণীয় বস্তু হোক না কেন, একেবারে সরাসরি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম---কারণ সব পদার্থই ছোটাছুটি করছে, দূর থেকেই তার লক্ষ্য যে এই কৃষ্ণগহ্বর হবে, এমন কথা নেই। তাই প্রথম সাক্ষাতে কাছে এসে তার পথ কিছুটা বেঁকে যাবে, তারপর চরকির মতো ঘুরবে। ঘুরতে ঘুরতে ভিতরেরদিকে পড়বে। মহাকর্ষের টানে যত পড়বে, তত তার তাপমাত্রা বাড়বে। একটি বড় পাথরকে দড়ি দিয়ে ঝোলানোর পর আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামতে দিলে দেখা যায়, আমাদের হাত দড়ির ঘষা গেলে গরম হয়ে উঠছে। খানিকটা সেরকম ঘটনা কৃষ্ণগহ্বরের কাছেও ঘটছে। ফলে পদার্থ খুব তপ্ত হয়, এবং আলো বিকিরণ করতে শুরু হয়, এবং আলো বিকিরণ করতে শুরু করে। এই হল আলোরে এক উৎস। সাধারণত পদার্থ যখন আলো বিকিরণ করে, সে তার চতুর্দিকে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু যখন পদার্থ পড়িমরি করে প্রায় আলোর গতিবেগে ছোটে তখন তার থেকে নির্গত আলোর বেশিরভাগ সামনের দিকে বেরয়। কৃষ্ণগহ্বরের চারিদিকে তুরকি নাচনে শামিল পদার্থ থেকে যে আলো বেরয়, তার বেশিরভাগ গিয় পড়ছে তার সম্মুখপানে। যেহেতু এই পদার্থসমূহ কৃষ্ণগহ্বরের চারিদিকে ঘুরছে, ফলে তার এক অংশ আমাদের দিকে আলো ফেলছে, অন্য অংশ গিয়ে পড়ছে কৃষ্ণগহ্বরের দিকে। অর্থাৎ যেখানে থেকেই দেখা যাক না কেন, এই চাকতির একদিকের প্রবা অন্যদিক থেকে বেশি। এর নজ্য যে ফ্ল্যাশের আলো বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন, সেটার এক অংশ একটু বেশি উজ্জ্বল।

এছাড়াও আরও কিছু জটিল পদ্ধতিতে আলো বেরয়। কৃষ্ণগহ্বরের গিয়ে পড়ার সময় কিছু পদার্থ দু'দিকে পিনকির মতো বেরিয়ে আসে, যার সঠিক কারণ নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। এই দুই পিচকারির মতো বেরনো 'জেট'-র অন্তর্গত পদার্থকণা সেখানকার চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে ঘূর্ণির মতো ঘোরে, আর এক ধরনের আলো বিকিরণ করে। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ব্যবহার করেই বিজ্ঞানীরা ছবি তুলেছেন। মাইক্রোওয়েভ কেন? অন্য ধরনের আলো নয় কেন? কারণ দৃশ্যমান আলো (নীল থেকে লাল রঙের) ব্যবহার করে কৃষ্ণগহ্বরের ছবি তোলা প্রায় অসম্ভব। প্রথমত, মহাকাশের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গ্যাসপুঞ্জে ঠোক্কর খেতে খেতে পৃথিবীতে আসার পথে সেই আলোর অনেকটাই নানাদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। তারা এসব বাধা সহজে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, দৃশ্য আলোর পরিষ্কার করে দেখতে গেলে যত বন ক্যামেরা দরকার,সেটা বানানো অসম্ভব। স্পষ্ট অসম্ভব। স্পষ্ট করে দেখতে গেলে বড় সাইজের চোক চাই---

তরঙ্গেদৈর্ঘ্যের তুলনায় যত বড় চোখ, তত প্রখর তার দৃষ্টি। বাজপাখির চোখ পায়রার চেয়ে প্রায় সাত -আটগুণ বড়, তাই সে অত উঁচু থেকেও স্পষ্ট দেখতে পায়।

তাহলে হিসেবে করা দরকার কত বড় চোখ বা লেন্সের প্রয়োজন। আমাদের সবচেয়ে কাচের বিশাল কৃষ্ণগহ্বর বলতে যা আছে, সেটা প্রায় ৫ কোটি আলোকবর্ষ দূরের এক গ্যালাক্সিতে---যার পোশাকি নাম ---পৃথিবীর আকাশে কন্যারাশির দিকে এর অবস্থান। এর কেন্দ্রে যে একটি রাক্ষুসে কৃষ্ণগহ্বর আছে--- সেটা অনেক দিনের জানা। কারণ এর থেকে বেরনো পিচকারির মতো পদার্থ বহুদূরে গিয় পড়ে--- একেবারে গ্যালাক্সির বাইরে। অদ্ভুত সব কাণ্ডকারাখানা ঘটে সেকানে, তাই জ্যোতির্বিদরা এই গ্যালাক্সির রাক্ষসপুরীর ওপর কড়া নজরে রাখেন। বিজ্ঞানীরা অন্যান্য পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান করেছেন যে, এই কৃষ্ণগহ্বরের ভর সূর্যের চেয়ে প্রায় ৬৫০ কোটি গুণ বেশি। ভরের হিসেবে অনুযায়ী এই কৃষ্ণগহ্বরের ছায়া-ছবির যে আলোকিত বলয় হবে, সেটা পৃথিবী থেকে দেখা আর কলকাতায় বসে লন্ডনে রাখা খবরের কাগজ পড়া একই কথা। এজন্যই লুমিনে-র কথা এক সময় কল্পবিজ্ঞানের বিষয় মনে হয়েছিল। এবং সেই প্রায় অসাধাদ্যসাধন করে দেখিয়েছেন এই দামাল বিজ্ঞানী দল। তাঁরা এমন একটি বড় দূরবিন ব্যবহার করেছেন, যার সাইজ হল পুরো পৃথিবী। এখানেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কেরামতি। বিশ শতকের চারের দশকে যখন তাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষমায় রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করতে শুরু করেন, তাঁরা বুজতে পারেন যে, একটি দূরবিনকে খুব বেশি বড় করে বানানোর প্রযুক্তিগত বাধা আছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিউ বঙাইগাঁও-এ রেলওয়ে ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার

ওয়ার্কশপ-এর কর্মক্ষমতা এবং চলমান আধুনিকীকরণ কাজের পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ৭ আগস্ট, ২০২৪: আজ (৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ) উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব নিউ বঙাইগাঁও-এ রেলওয়ে ওয়র্কশপ পরিদর্শন করেন।

তিনি নিউ বঙাইগাঁও এলাকার উন্নয়নমূলক কাম-কাজ ও রেলওয়ে সুযোগ-সুবিধাগুলিরও পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রঙিয়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী নীরজ গুপ্তা এবং হেড কোয়ার্টার ও ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা।

নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপে, তিনি ক্যারেজ রিপেয়ার শপ, ওয়াগন রিপেয়ার শপ, এলএইচবি কম্পোনেন্ট রিপেয়ার শপ, এলএইচবি বগি শপ, বিয়ারিং শপ, ট্রেনের লাইটিং এবং এয়ার কন্ডিশনার শপ ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।

তিনি রোলিং স্টকগুলির আরও ভাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়ার্কশপে যে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজগুলি চলছে তা পর্যালোচনা করেন এবং রোলিং স্টকের আরও ভাল মার্শালিং করার জন্য ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের বিষয়ে আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করেন।

পরে জেনারেল ম্যানেজার ওয়ার্কশপের পাশাপাশি থাকা সুপারভাইজার ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রদান করা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডিউলগুলির যাচাই করেন যা সুরক্ষিতভাবে ট্রেন পরিচালনা করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেনারেল ম্যানেজার লোকো পাইলট এবং সহকারী লোকো পাইলটদের জন্য প্রদান করা সুযোগ-সুবিধাগুলি পরীক্ষা করার জন্য নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনে ক্রু লবি পরিদর্শন করেন। পরে জেনারেল ম্যানেজার ভারতীয় রেলের দ্রুত আধুনিকীকরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওয়ার্কশপের ভবিষ্যত প্রস্তুত করার জন্য অন্যান্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দিক নিয়ে ওয়ার্কশপের আধিকারিকদের সাথে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। জেনারেল ম্যানেজারের পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, বিভিন্ন স্থানে সুযোগ-সুবিধা মূল্যায়ন করা, আধিকারিকদের সাথে মতবিনিময় করা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা। চলমান কাজের প্রতি ইতিবাচক মূল্যায়ন, যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, দক্ষ এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা রয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগ্ম কমিশনারের নামে ঘুষ চেয়ে শ্রমিকদের টাকা লুঠ : সিটু নেতার কীর্তি ফাঁস ঘিরে তোলপাড় তমলুক শ্রম দফতর

তমলুক, ৭ আগস্ট(হি.স.): অফিসারের নামে ঘুষ দাবি করে শ্রমিকদের থেকে টাকা লুঠের অভিযোগ উঠেছে এক সিটু নেতার বিরুদ্ধে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শ্রম দফতরের অধীন এই ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে আলোড়ন পড়ে গেছে। শ্রম দফতরের যুগ্ম কমিশনার অনিন্দিতা ভট্টাচার্য অভিযুক্ত অরূপ মান্নার বিরুদ্ধে তমলুক থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন।

তমলুক ব্লকের কিসমত পুতপুতিয়া গ্রামের বাসিন্দা সুশান্ত বেরা, একজন নির্মাণ শ্রমিক, যিনি ৬০ বছর বয়স হওয়ার পর পেনশন স্কিমের সুবিধা পেতে অভিযুক্তের কাছে তার যাবতীয় নথি জমা দেন। সুশান্তবাবুর অ্যাকাউন্টে প্রথমে ৯ হাজার টাকা জমা হওয়ার পর অরূপ মান্না তার কাছে ৪০ শতাংশ কমিশন দাবি করেন, যা যুগ্ম কমিশনারকে ঘুষ দিতে হবে বলে জানান। দরাদড়ি শেষে সুশান্তবাবু তিন হাজার টাকা প্রদান করেন।

পরবর্তীতে, পেনশন বাবদ সুশান্তবাবুর অ্যাকাউন্টে ৪০ হাজার টাকা জমা হলে, অরূপ মান্না আবারও ৪০ শতাংশ কমিশন দাবি করেন এবং ১৫ হাজার টাকা নেন। সুশান্তবাবুর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে মারা গেলে, শ্রম দফতর থেকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান আসে, সেখানেও একইভাবে কমিশন দাবি করে অরূপ মান্না ২৩ হাজার টাকা আদায় করেন।

একজন গরিব নির্মাণ শ্রমিকের কাছ থেকে এভাবে টাকা লুটের ঘটনায় শ্রম দফতরে তোলপাড় শুরু হয়।

যুগ্ম কমিশনারের নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজির অভিযোগে অভ্যন্তরীণ তদন্তের জন্য শ্রম দপ্তরের তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে সুশান্তবাবুর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। সুশান্তবাবু বলেন, 'অরূপ নিজেকে শ্রম দফতরের কর্মী বলে পরিচয় দিতেন এবং অফিসারের নামে টাকা দাবি করতেন। না দিলে পেনশন বন্ধ করার হুমকি দিতেন।'

অপরদিকে, অভিযুক্ত অরূপ মান্না সংবাদ মাধ্যমের সামনে উপস্থিত হননি এবং সাংবাদিকরা তার বাড়িতে পৌঁছালে তিনি বাড়িতে নেই বলে জানানো হয়।

শ্রম দফতরের যুগ্ম কমিশনার বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।' সিটু জেলা সম্পাদক দাবি করেন, অরূপ তাদের সংগঠনের সদস্য নন। এই ঘটনা শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে এবং প্রশাসনিক মহলেও তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।

বালুরঘাট বিমানবন্দর : পরিকাঠামো সংস্কার হলেও উড়ান চালুর অনিশ্চয়তা

বালুরঘাট, ৭ আগস্ট (হি.স.): রাজ্যে দমদম ও বাগডোরার পর তৃতীয় স্থানে রয়েছে বালুরঘাট বিমানবন্দর। অতীতে এই বিমানবন্দর থেকে একাধিক বিমান চলাচল করেছে, তবে বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিমানবন্দরের কাজ শুরু হলেও, সংস্কারের পরও উড়ান চালু হয়নি।

বালুরঘাট বিমানবন্দর দীর্ঘদিন হেলিকপ্টার চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হতো।

কোচবিহার, বালুরঘাট এবং মালদা হয়ে কলকাতা যাতায়াতের জন্য বিমানবন্দরটি সংস্কার করা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত উড়ান চালু হয়নি।

রাজ্য পরিবহন দপ্তরের এবং রাইটসের আধিকারিকরা বিমানবন্দরটির পরিকাঠামো ও রানওয়ে পরিদর্শন করেছেন, কিন্তু কোনো উন্নতি দেখা যায়নি। জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'একটি এয়ারপোর্ট চালু করতে গেলে অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয়। সমস্ত বিষয়গুলি রাজ্য সরকার দেখছে।'

অপরদিকে, কেন্দ্র সরকারের শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানান, 'বালুরঘাট বিমানবন্দরটি রাজ্যের অধীনে রয়েছে, প্রথমেই এটি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দিতে হবে। এছাড়াও, যে কোনও জায়গায় বিমান চালাতে গেলে বিমান কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের রাজি করাতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার উড়ানের ভর্তুকি দেয়, তবে গ্যাপ ফান্ডিং-এর দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে।' বালুরঘাট বিমানবন্দর পুনরায় চালু করার বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে, যা বিমানবন্দরের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলেছে।

নবান্নে ও বিধানসভায় কবিগুরুকে স্মরণ, বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.): যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। বুধবার রাজ্য সচিবালয় নবান্ন ও বিধানসভায় কবিগুরুকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। পাশাপাশি নবান্নে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। রাজ্য সরকারের তরফে এই দুই মনীষির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার লবিতেও নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য সদস্যরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা। সচিবালয়ের কর্মীরাও কবিস্মরণ অনুষ্ঠানে সামিল হন।

৯৫ মিলিয়ন ইউরোতে আতলেতিকোতে যাচ্ছেন ম্যানচেস্টার সিটির ফরওয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ

ম্যানচেস্টার, ৭ আগস্ট (হি.স.): শেষ পর্যন্ত ম্যানচেস্টার সিটি ছাড়ছেন আর্জেন্টাইন ফরওয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ। তিনি যাচ্ছেন স্পেনের আতলেতিকো মাদ্রিদে। ম্যানচেস্টার সিটিতে দুই মরসুমে তিনি ৩৬টি গোল করেছেন। ইংলিশ ক্লাবটি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে বিক্রি করছে ৯৫ মিলিয়ন ইউরোতে। উল্লেখ্য ২০২২ সালে জানুয়ারি মাসে আর্জেন্টাইন ক্লাব রিভারপ্লেট থেকে ১৪ মিলিয়ন ইউরোয় ম্যানচেস্টার সিটিতে এসেছিলেন আলভারেজ।

গানে-কবিতায় কবিগুরুকে স্মরণ, বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.): মন খারাপের দিন বাইশে শ্রাবন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ বার্ষিকীতে গানে, কবিতায় ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। শান্তিনিকেতনেও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও অসরকারি সংগঠনের পক্ষ থেকে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম। বছরের প্রতিটা দিনে, প্রতিটি মূহূর্তে তিনি আমাদের ঘিরে রয়েছেন। ওঁনার আদর্শই আমাদের পাথেয়। তিনিই আমাদের দিকনির্দেশক।'

আল-মামুনকে অব্যাহতি, বাংলাদেশের নতুন পুলিশ প্রধান ময়নুল ইসলাম

ঢাকা, ৭ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশ পুলিশের নতুন মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হিসেবে মো. ময়নুল ইসলামকে নিয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব ভাস্কর দেবনাথ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, মো. ময়নুল ইসলামকে পুলিশের নতুন মহাপরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। ময়নুল ইসলাম ঢাকার ট্রাফিক অ্যান্ড ড্রাইভিং স্কুলের কমান্ড্যান্ড পদে কর্মরত।এর আগে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। মঙ্গলবার রাতে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রক। তাতে বলা হয়, চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ-৭ অনুযায়ী পুলিশ মহাপরিদর্শক পদে তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হল।

মনু ভাকের ফিরলেন দিল্লিতে, আনন্দ ও উল্লাসে বরণ করে নিল দেশ

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): স্বাধীন ভারতের প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে একই অলিম্পিকে জোড়া পদক জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মনু ভাকের। এই কৃতিত্ব অর্জনের পর বুধবার সকালে দিল্লিতে ফিরলেন মনু। দেশের গর্বকে আনন্দ ও উল্লাসে বরণ করে নিল দেশ। দিল্লি বিমানবন্দরে জমকালো স্বাগত জানানো হয় মনুকে। এই আপ্যায়নে খুশি হয়ে মনু বলেছেন, 'এত ভালবাসা পেয়ে আমি খুবই খুশি।' প্যারিসে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্ট এবং ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মনু। দ্বিতীয় ইভেন্টে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সরবজ্যোৎ সিং। উল্লেখ্য, মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেছেন মনু। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে মনু প্যারিস অলিম্পিকে সেরা পারফর্মার। স্বভাবতই মনু দেশবাসীকে গর্বিত করেছেন। আর তাই আগামী ১১ আগস্ট প্যারিস অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় পতাকা থাকবে ২২ বছরের এই শুটারের হাতে।

অবশেষে স্বস্তি, বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরলেন ২০৫ জন ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবসান, বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরলেন ২০৫ জন ভারতীয়। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ বিমানে বুধবার সকালে ঢাকা থেকে দিল্লি ফিরেছেন তাঁরা। যাত্রীদের মধ্যে ৬ জন শিশুও রয়েছে। মধ্যরাত পেরিয়ে ঢাকায় পৌঁছয় বিমানটি। সেখান থেকে ভারতীয়দের নিয়ে দিল্লিতে ফেরে সেটি।বুধবার থেকে দিল্লি-ঢাকা রুটে বিমান পরিষেবা চালু করছে এয়ার ইন্ডিয়া। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে না এখনই।

ওই রুটে আপাতত প্রতি দিন মাত্র দু'টি উড়ান চালু থাকছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশে স্বাভাবিক পরিষেবা চালুর পথে ভিস্তারা এবং ইন্ডিগোও। ভিস্তারার একটি বিমান প্রতি দিন মুম্বই থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। এছাড়া দিল্লি-ঢাকা সাপ্তাহিক তিনটি বিমান চলবে। এদিকে, বাংলাদেশের অনেক নাগরিকও এদিন ভারতে এসেছেন। বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে আগত নাগরিকদের দাবি, বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক। ক্রমেই পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক হবে।

রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ আসানসোলে, উন্নয়নমূলক কাজের অভাবের অভিযোগ

আসানসোল, ৭ আগস্ট (হি.স.): আসানসোল পৌর নিগমের ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাদের অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলর এলাকায় কোনকোনও উন্নয়নমূলক কাজ করছেন না। রাস্তাঘাট, নর্দমা—সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের খামতি রয়েছে। বিক্ষোভকারীরা জানান, স্থানীয় কাউন্সিলর তাদের বলেছেন, 'এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দেওয়ায় কাজ করা হবে না।' তবে, কাউন্সিলর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমার কাছে যে রকম ফান্ড আসে, সেই অনুযায়ী কাজ করি।'

প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে চলা এই রাস্তা অবরোধের পরে, কাউন্সিলারের আশ্বাসে বাসিন্দারা অবরোধ তুলে নেন। ঘটনাস্থলে হিরাপুর থানার পুলিশ উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তাঁতের প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত দেশ, জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৭ আগস্ট দিনটি প্রতিবছর জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস হিসেবে পালিত হয়, স্বদেশী আন্দোলনের কথা স্মরণে রেখেই এই দিনটি পালন করা হয়। বুধবার সকালে জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, আমরা আমাদের দেশে তাঁতের সমৃদ্ধ পরম্পরা ও প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বিত।আমরা আমাদের শিল্পীদের প্রচেষ্টাকেও যত্ন করি এবং 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি। উল্লেখ্য, জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসের মূল লক্ষ্য হল, তাঁত শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া। তাঁত শিল্পীদের উৎসাহ দিতে এখন প্রতি বছর উদ্যোগ নেওয়া হয় তাঁত মেলারও।

দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি জারি, ভারী বর্ষণে বেসামাল উত্তরবঙ্গ

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে, তবে ভারী বৃষ্টি আর হচ্ছে না। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। বুধবার সকালেও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হয়েছে, আকাশ ছিল মেঘলা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি বেশি।দক্ষিণবঙ্গে এই মুহূর্তে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলেও, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান, বীরভূম এবং হুগলিতে।

বাইশে শ্রাবণে কবিগুরুকে স্মরণ, বিশেষ উপাসনা বিশ্বভারতীতে

শান্তিনিকেতন, ৭ আগস্ট (হি.স.): বাইশে শ্রাবণ মানেই মন খারাপের দিন, বুধবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্মরণ করা হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। বুধবার প্রথা মেনে ভোরবেলায় গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিক, বিশেষ উপাসনা এবং কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে বাইশে শ্রাবণ পালিত হল বিশ্বভারতীতে। বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবসে বিশেষ উপাসনায় উপস্থিতি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অরবিন্দ মন্ডল, শিক্ষক, কর্মী, পড়ুয়া, আশ্রমিকেরা। এ দিন সঙ্গীত পরিবেশন, বৈদিক মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে কবিকে স্মরণ করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ বার্ষিকীতে গানে, কবিতায় ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, জাতীয় সড়ক ০৮ (৪৪) প্রশস্ত/ মেরামত/ রক্ষনাবেক্ষনের জন্য গোমতী জেলার অন্তর্গত উদয়পুর মহকুমার দক্ষিণ চন্দ্রপুর মৌজার হাল দাগ নং ৩৮১৮/৪৭৫১/ অংশ ও খতিয়ান নং- ১৭৯৭ থেকে ০.০৫ শতক ভূমি ভারত সরকার, বিজ্ঞপ্তি নং স. ও ২৯১৬(ই) তারিখ ১২/০৯/ ২০১৬ ইং মুলে অধিগ্রহন করিয়াছেন। উক্ত ভূমি অধিগ্রহনের সাপেক্ষে জমির মালিকের নামে যথা শ্রী মোহন্ত পরমানন্দ গোস্বামি, পিতা- চন্দ্র মোহন গোস্বামি, শ্রী শ্রী গৌর আশ্রম, চন্দ্রপুর কলোনির পক্ষে এওয়ার্ড নং- ১২০১ তারিখ ০৬-০৩-২০১৭, ক্রমিক নং- ০৩ এ তাং গু ৩, ১২, ০০০/- টাকা ক্ষতিপুরনের মূল্য ধার্য করা হইয়াছে যাহা উনার মৃত্যুর পর উনার কোনও উপযুক্ত উত্তরাধিকার না থাকার কারনে উক্ত ক্ষতিপুরনের টাকা অদ্যাবধি প্রদান করা যায়নি।

ইত্যবসরে, শ্রী নেপাল চন্দ্র সাহা, সভাপতি, শ্রী শ্রী গৌর আশ্রম, চন্দ্রপুর কলোনি, এক আবেদন মুলে উক্ত ক্ষতিপুরনের টাকা আশ্রমের সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এ স্থানান্তর করার জন্য জেলা শাসক ও সমাহর্তা এর নিকট অনুরোধ করেন।

এক্ষনে উক্ত ভূমির ক্ষতিপুরনের টাকার যদি কোনও আইনত দাবীদার থাকেন, তাহলে উপযুক্ত নথি / প্রমানাদি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

ICA/D/582/24

ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারীকাএইচ-০৮ (৪৪)
(অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তা) গোমতীজেলা, উদয়পুর

PNIT No.: 44/EE/CCD/PWD/2024-25, Dated, 5th August, 2024

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Modification/Facelift of interior of VVIP Suite No. 101 at SONAR TARI STATE GUEST HOUSE by Phenol Bonded Bamboo wood products under the Jurisdiction of Capital Complex Sub-division No-II under Capital Complex Division, PWD(Buildings) during the financial year 2024-25.
2. Estimated Cost: Rs/-15,51,067.00
3. Bid Fee: Rs/-1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 12/08/2024 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/1083/24

Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings) Agartala, West Tripura

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
TRIPURA UNIVERSITY
(কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় / A Central University), ত্রিপুরা (প.)/ Tripura (W), পিন / PIN - 799022

No. F.TU/REG/Appt.GF/4/2022(Vol-IV) WALK-IN-INTERVIEW Date: 06.08.2024

Walk-in-interview for engagement of 2 (two) Nos. of Guest Faculties in the Dept. of Bengali will be held on 20th August, 2024 at 11:30 hours in the Council Hall, Administrative Building, Tripura University. For details, please visit the University website www.tripurauniv.ac.in. (NB: Hindi version is available at T.U. website)

Sd/-, Registrar

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

রাতের খাবার ঘড়ি ধরে খেয়েও শোয়ার পরে অস্বস্তি হয়?

দিনের বেলা ভারী খাবার খেলেও, রাতে সব সময় হালকা খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। কারণ রাতের খাবারে কী খাচ্ছেন, সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতে মন চাইলেও ইচ্ছেমতো খাবার খেয়ে নেওয়া যায় না। তাতে আবার হিতে বিপরীত হতে পারে। তবে কোন খাবারগুলি সকালে, দুপুরে কিংবা বিকালে খেলে সমস্যা নেই, কিন্তু রাতে খাওয়া বারণ। রইল তেমন কয়েকটি খাবারের খোঁজ। জেনে নিলে সুস্থ থাকা সহজ হবে।

দই- রাতে দই খেলে অনেকেরই হজমের সমস্যা হয়। বিশেষ করে যাঁদের সর্দি-কাশির ধাত আছে, তাঁদের রাতে টক দই না খাওয়াই ভাল। এমনিতেই চিকিৎসকরা বলেন, সূর্য ডোবার পর দই খেলে শরীরে অন্দরে মিউকাস জমতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সর্দি-কাশির প্রকোপ বাড়ে।একান্তই যদি দই খেতে হয়, তা হলে ঘোল খেতে পারেন

স্যালাড

অনেকেই ডায়েটের কারণে রাতে স্যালাড খান। তবে কাঁচা শাকসব্জির স্যালাড রাতে না খাওয়াই ভাল। শাকসব্জিতে ভরপুর মাত্রায় ফাইবার থাকে। রাতে ফাইবার হজম করতে অনেকেরই বেশ সমস্যা হয়। দুপুরে বা সকালে কাঁচা স্যালাড খান, তবে রাতে অল্প অলিভ অয়েলে নাড়াচাড়া করে খান।

কফি

দুই খাবারেই অনেক বেশি মাত্রায় ক্যাফিন থাকে। রাতে চকোলেট, কফি জাতীয় জিনিস খেলে ক্যাফিনের কারণে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অনেকের রাত জেগে কাজ করার অভ্যাস। ঘুম কাটাতে কাপের পর কাপ কফি খেয়ে যান তাঁরা। এই অভ্যাস কিন্তু অনিদ্রার সমস্যা ডেকে আনতে পারে।

চোখের পরীক্ষাতেই ধরা পড়তে পারে নানা প্রাণঘাতী অসুখ

বয়স বাড়লে যেমন চুলে পাক ধরে, ত্বক শিথিল হয়ে যায় তেমনই চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে আসে। ফলে দৃষ্টিশক্তি কমতে শুরু করে। শরীরের আর পাঁচটা অঙ্গের দিকে আমাদের নজর থাকলেও চোখকে আমরা প্রায়ই অবহেলা করি। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। বয়স ৩০ পেরোলেই বছরে অন্তত এক বার চক্ষু পরীক্ষা করানো উচিত। এখন ডিজিটাল দুনিয়ার যুগে সকলের স্ক্রিন টাইম অনেক বেড়ে গিয়েছে। আগে থেকেই সতর্ক হলে ক্ষতি কি? কেবল দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার ঝুঁকি নয়, এড়ানো যায় অনেক বড় ঝুঁকিও।

চোখের পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরে কোনও ক্রনিক অসুখ বাসা বাঁধল কি না তারও খোঁজ পাওয়া যায়। কোন কোন রোগ ধরা পড়ে চক্ষু পরীক্ষার মাধ্যমে, রইল তার হদিস।

১) উচ্চ রক্তচাপ: আমেরিকান একাডেমি অফ অফথালমোলজি অনুসারে, উচ্চ রক্তচাপের অনেক লক্ষণ রয়েছে যা চোখের পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পাওয়া যায়। উচ্চ রক্তচাপ গ্লকোমা, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন ইত্যাদির মতো সমস্যাগুলির কারণ হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের কারণে হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথিও হতে পারে। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে রেটিনার রক্তনালিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২) ডায়াবিটিস: ডায়াবেটিকদের চোখের সমস্যা লেগেই থাকে। চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবিটিস রোগীদের রেটিনোপ্যাথি, ম্যাকুলার এডিমা, ছানি এবং গ্লুকোমাতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এই সব রোগের কারণেই দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে।

৩) ব্রেন টিউমার: চোখের চিকিৎসকরা কখনও কখনও চোখের পিছনের দিকে ফোলা লক্ষ্য করেন, এমনটা হতে পারে অপটিক স্নায়ুর পরিবর্তনের ফলে। এটি ব্রেন টিউমারের উপসর্গ। দৃষ্টিশক্তি হারানো, ঝাপসা দৃষ্টি, এমনকি একটি পিউপিলের আকারের পরিবর্তন মস্তিষ্কের টিউমারের উপসর্গ হতে পারে।

বর্ষা এলেই যেমন রোগ সংক্রমণ বাড়ে

বর্ষা এলেই যেমন রোগ সংক্রমণ বাড়ে, শরীর থেকে ত্বক বাড়তি যত্নের প্রয়োজন বোধ করে, ঠিক তেমনই বাইসাইকেল, বাইক বা স্কুটারেরও দেখভাল প্রয়োজন। কিছুটা "বাহন" ভাল রাখার জন্য, কিছুটা নিজের সুরক্ষার জন্য।

নিত্য যাতায়াত হোক বা বেড়ানোর জন্য লম্বা যাত্রা, বাইক বা স্কুটার নিয়মিত পরিষ্কার করা দরকার।

বর্ষা এলেই জল-কাদা বাড়ে। ফলে বাইক, স্কুটার, সাইকেল দ্রুত নোংরা হয়ে যায়। পাশাপাশি জলে রাস্তাতেও চাকা হড়কে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে। কী ভাবে দেখভাল করবেন "বাহন"-কে।

পরিষ্কার করতে হবে

জল-কাদা লেগে থাকা বাইক হোক বা স্কুটার কিংবা সাইকেল নিয়মিত পরিষ্কার করা দরকার। না হলে, দ্রুত রং ক্ষয়ে যাবে। পাশাপাশি যন্ত্রাংও কাদা-জলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জল দিয়ে ভাল করে নিজের বাহনকে পরিষ্কার করে নিন। মাঝে-মধ্যে শ্যাম্পু দিয়েও পরিষ্কার করতে পারেন। তবে যন্ত্রাংশে অতিরিক্ত চাপ পড়ে এতটা জোরে জল দেওয়া উচিত নয়। সঙ্গে যন্ত্রাংশে মসিন ওয়েলও দিতে হবে। সুরক্ষা বর্ম- বর্ষার দিনে বাইক বা স্কুটার, সাইকেল যদি বাইরে রাখতেই হয়, তা হলে জলের ছিটে আসে না এবং জল জমে না এমন জায়গায় রাখুন। শেডের নীচে রাখলেও অবশ্যই বর্ষার জন্য বাইক ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি। বর্ষায় সুরক্ষায় বিশেষ নজর দিতে হবে। বাইক বা স্কুটারের রং তো বটেই, যন্ত্রাংশের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মোমের পরত দিতে পারেন। বর্ষা থেকে যন্ত্রাংশ বাঁচাতে মোম ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিকের পরত দেওয়া যায়। দোকানে গেলেই তাঁরা বলে দেবেন কোনটা করলে ভাল। যন্ত্রাংশে তেল জরুরি- বৃষ্টিতে যন্ত্রাংশের তৈলাক্ত ভাব ধুয়ে যায়। তাই নিয়মিত তেল দেওয়া জরুরি। যে কোনও তেল নয়, বাইক বা স্কুটারের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ভাল থাকবে, এমন তেল ব্যবহার প্রয়োজন। সাইকেলেও চেনে তেল দিতে হবে। টায়ার পরীক্ষা- বর্ষার দিনে জল কাদা ভরা, খানা খন্দে ঢাকা রাস্তায় বাইক বা স্কুটার চালানো একটু ঝুঁকিরই। সেক্ষেত্রে টায়ার ঠিক আছে কি না, বাতাস ভরা আছ কি না, নিয়মিত পরীক্ষা করা দরকার। টায়ারের খাঁজ ঘষে মসৃণ হয়ে গেলে গাড়ি হড়কে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বর্ষায় যদি নিয়মিত লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়, এই বিষয়গুলি মাথায় রাখা দরকার। ব্রেক- বাইক বা স্কুটার, সাইকেলের ব্রেক পরীক্ষাও খুব জরুরি। সারা বছরই খেয়াল রাখা দরকার। তবে বর্ষায় অবশ্যই বিশেষ করে। যেহেতু এই সময়ে রাস্তা বৃষ্টিতে পিচ্ছিল হয়ে যায়, তাই ব্রেক সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, পরীক্ষা করানো দরকার নিয়মিতভাবে। ব্যাটারির সুরক্ষা- বৃষ্টির জল ব্যাটারিরও ক্ষতি করতে পারে। তাই যথাসম্ভব বৃষ্টির জল এড়াতে হবে। তারপরেও ব্যাটারি বাঁচাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা দরকার। গাড়ি সারাইয়ের জায়গায় গিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে সমস্তটা ঠিক আছে কি না। দীর্ঘ সময়ের জন্য বাইক ব্যবহার না করলে ব্যাটারির সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন। কোনও কোনও সাইকেলে ব্যাটারি থাকে। একইভাবে সাইকেলের ব্যাটারির যত্নও করতে হবে।

আলো- গাড়ির আলো সবসময় জরুরি। নিজে রাস্তা দেখার জন্য, অন্যেরা যাতে আপনার বাইক বা স্কুটার দেখতে পান সে জন্যও। বর্ষায় মেঘে দ্রুত অন্ধকার হয়ে যেতে পারে চারপাশ। প্রবল বৃষ্টিতে দৃশ্যমানতাও কমে যায়। তাই জোরালো আলো থাকা দরকার। সতর্কতা- প্রবল বৃষ্টির সময় বাইক বা স্কুটার, সাইকেল না চালানোই ভাল। এই সময় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। পাশাপাশি চাকা হড়কে যেতে পারে। গাড়ির ক্ষতির সম্ভবনা তো রয়েছেই। প্রবল বৃষ্টি এড়িয়ে চলাই ভাল।

ত্বকের হাল ফিরাতে হেঁশেলের উপাদান ব্যবহার করতে পারেন

ড্রেসিংটেবিল জুড়ে সারি সারি প্রসাধনী। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ত্বকের জন্য ব্যবহৃত। ময়েশ্চারাইজার থেকে ক্রিম তালিকায় বাদ নেই কিছুই। পালা করে প্রতিটি প্রসাধনী ব্যবহারও করা হয়। তবু যে উদ্দেশ্যে প্রসাধনী কিনেছেন, সেটি কিছুতেই পূরণ হচ্ছে না। ত্বকের সমস্যা যে তিমিরে ছিল, সেখানেই রয়েছে।

নামী সংস্থার দামি প্রসাধনী কিনতেও গাঁটের কড়ি কম খরচ হয় না। তার চেয়ে হেঁশেলের কয়েকটি উপকরণ দিয়েই যদি ত্বকের সমস্যার সমাধান করা যায়, তার চেয়ে ভাল কিছু কি আছে?

১) স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই রান্নায় সর্ষের তেলের বদলে অলিভ অয়েল ব্যবহার করে থাকেন। তবে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাটযুক্ত এই তেল, চুল এবং ত্বক দুইয়ের যত্নেই ব্যবহার করা যায়। মুখ থেকে মেকআপ তোলার কাজে অনেকেই অলিভ অয়েলে ব্যবহার করেন।

২) প্রাকৃতিক ব্লিচ হিসাবে কাজ করে লেবুর রস। যা ত্বকের কালচে ছোপ, মেচেতার দাগ দূর করতে সাহায্য করে। মধু কিংবা জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে, টোনার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

৩) সর্দি-কাশি নিরাময়ে মধু খাওয়ার চল বহু পুরনো। কিন্তু ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে মধুর ভূমিকা অপরিসীম। প্রকৃতি থেকে পাওয়া এই তরল সোনা দিয়ে তৈরি ফেসমাস্ক শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দূর করতে পারে।

পাঁচ খাবার খেলেই দাওয়াইয়ের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে

অল্প পরিশ্রম করেই হাঁপিয়ে উঠছেন, ওজন বেড়ে যাচ্ছে, চুল ঝরে যাচ্ছে, মুখের জেল্লা হারিয়ে যাচ্ছে থাইরয়েডের সমস্যা বাড়লে এমন উপসর্গ দেখা যায় রোগীর শরীরে। এই রোগ এক বার শরীরে বাসা বাঁধলে খাওয়াদাওয়ায় কিছু নিয়ম মেনে না চললেই বিপদ। কয়েকটি খাবার কিন্তু থাইরয়েডের রোগীদের জন্য মারাত্মক হতে পারে। তাই থাইরয়েডকে বাগে আনতে কোন খাবারগুলি এড়িয়ে চলবেন জেনে নিন।

১) সয়াবিন: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, সয়াজাতীয় কোনও খাবার খেলে থাইরয়েডের ওষুধ ঠিক মতো কাজ না-ও করতে পারে। তাই থাইরয়েড থাকলে সয়াবিন, সয়ার দুধ, টফুর মতো খাবার মেপে খাওয়াই ভাল।

২) বাঁধাকপি-ফুলকপি: কপির মতো যে কোনও খাবারে থাইরয়েডের ওষুধের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। অনেকেই ওজন ঝরাতে ফুলকপি, ব্রকলি ও কেল পাতার মতো শাকসব্জি রাখেন ডায়েটে। কিন্তু থাইরয়েড থাকলে এগুলি এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

৩) প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার: যে খাবার বাজারে তৈরি প্যাকেটবন্দি তাতে বাড়তি নুন চিনি এবং তেল থাকবেই। প্রক্রিয়াজাত খাবারেও নুন থাকে। তাই এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪) কফি: থাইরয়েড থাকলেও অত্যধিক কফি বা ক্যাফিনজাতীয় কোনও খাবার এড়িয়ে যেতে হবে। তবে একদম ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সকালের দিকে খেতে পারেন। তবে থাইরয়েডের ওষুধ খাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে একেবারেই খাবেন না।

৫) মিষ্টি: থাইরয়েড থাকলে চিনি বা বাড়তি মিষ্টি দেওয়া হয়েছে এমন খাবার ডায়েট থেকে বাদ দিতে হবে। থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই চিনি এড়িয়ে চলাই ভাল।

চটজলদি ওজন ঝরাতে গেলে প্রথমেই বদলে ফেলতে হয় ডায়েট

চটজলদি ওজন ঝরাতে গেলে প্রথমেই বদলে ফেলতে হয় ডায়েট। ওজন কমানোর আশায় খাবারের মধ্যে অনেকেরই পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকে ওটস। কারণ, এতে রয়েছে প্রোটিন, ফাইবার ও নানা ধরনের খনিজ। সবচেয়ে বড় কথা, ওটসে একেবারেই ক্যালোরি থাকে না। কর্মব্যস্ত জীবনে অনেকেই প্রাতরাশ না খেয়েই কাজে বেরিয়ে পড়েন। এই অভ্যাস কিন্তু মোটেই ভাল নয়। এর কারণে শরীরে হাজারো রোগ বাসা বাঁধতে পারে। শুধু তা-ই নয়, ওজনও বেড়ে যেতে পারে অনেকটা। এ ক্ষেত্রেও ওটসের মাধ্যমেই হতে পারে মুশকিল আসান। রাতেই ভিজিয়ে রেখে দিতে পারেন ওট। সকালে পাঁচ মিনিটেই তৈরি হয়ে যাবে পুষ্টিকর জলখাবার। সময়ও বাঁচবে আর পেটও ভরা থাকবে অনেক ক্ষণ। আর কী কী উপকার হবে? ১) সকালের জলখাবারে কী খাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে রক্তে শর্করার মাত্রার ওঠানামা। ওটসের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। তা ছাড়া ওটসে সহজপাচ্য ফাইবার রয়েছে। এই সব উপাদান ডায়াবেটিকদের জন্য ভাল। ২) ওটসের সহজপাচ্য ফাইবার রক্তে থাকা "খারাপ" কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ফাইবার, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সামগ্রিক ভাবে হার্ট ভাল রাখে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও ওট কিন্তু কাজের। ৩) ক্যালোরি কম এবং "কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট" থাকায় স্বাস্থ্য সচেতনদের কাছেও ওটসের কদর রয়েছে। ফাইবারে সমৃদ্ধ এই খাবার খেলে দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভরা থাকে। যা পরোক্ষ ভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

ওজন ঝরানোর জন্য হাঁটার কোনও বিকল্প নেই

ওজন ঝরানোর জন্যও এই সময়ে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই। ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল থাকলেও রোগীদের নিয়ম করে হাঁটার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু কী ধরনের জুতো পরে হাঁটবেন? তা কিন্তু বাছাই করতে হবে বেশ ভেবে-চিন্তেই। আপনার পছন্দ মতো যে কোনও ধরনের জুতো পরে হাঁটতে বেরিয়ে গেলে পায়ের ক্ষতি হবে।

তাই হাঁটার জন্য আলাদা করে জুতো কিনুন। দোকানে অনেক রকম কেডস পাবেন। কিন্তু জুতো বাছাই করার আগে কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখা দরকার।

কী কী মাথায় রাখবেন? ১) এমন ধরনের জুতো বাছুন যার পিছনটা একটু উঁচু। তাতে তা গোড়ালিতে আরাম হবে। জুতো পরে দেখে নিন এই উঁচু জায়গাটি গোড়ালিতে খুব চেপে বসছে কি না। খুব চেপে বসলে হাঁটার সময়ে লাগবে।

২) জুতো পরার সময়ে দেখুন আঙুলগুলি আরাম করে ছড়িয়ে রাখতে পারছেন কি না। জুতোর মুখ সরু হলে আঙুলগুলি একটু গুটিয়ে রাখতে হয়। সেই রকম জুতো পরে হাঁটতে অসুবিধা হবে। এতে পায়ে চাপ পড়তে পারে।

৩) হাঁটার জন্য যে জুতো কিনবেন, তার তলাটা খেয়াল করুন। জুতোর তলা মসৃণ হলে কিনবেন না। দেখুন কোন ধরনের জুতোর তলায় খাঁজ কাটা আছে, সেই রকম জুতো কিনুন। জুতোর তলায় খাঁজ কাটা থাকলে বর্ষার মরসুমে পা ফস্কে যাওয়া বা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। ৪) জুতোর তলার মাঝের অংশটি নরম হওয়া দরকার। তাই কেনার আগে হাত দিয়ে পরখ করে দেখ নিন, সেটি নরম কিনা। কারণ এতে হাঁটার সময়ে পায়ের তলায় আঘাত লাগার আশঙ্কা থাকে না। ৫) জুতো দেখতে ভাল লাগছে বলেই কিনে ফেলবেন না। হাঁটার জন্য জুতোর চেহারার থেকেও সেটা কতটা স্বচ্ছন্দের সেটা যাচাই করা জরুরি।

কৃত্রিম নখের সঠিক নিয়ম

নখ বৃদ্ধি করতে গেলেই নখ ভেঙে যায়। তাই অনেক দিন ধরেই ভাবছেন "নেল এক্সটেনশন" করাবেন। সামনেই বিয়ে, তাই নখ না বড় করলেই নয়। বন্ধুদেরও দেখেছেন নখে নানা রকম কারুকাজ করাতে। কেউ নখের মতো দেখতে একটি জিনিস আঠা দিয়ে নখের উপর বসিয়ে দেন, তার উপর কারুকাজ করেন। আবার কেউ জেলের মতো জিনিস দিয়ে নখের উপর কৃত্রিম নখ বানান।

নকল নখ করাতে খরচও হয় বেশ। টাকা খরচ করার আগে জেনে নিন, কী ভাবে করবেন পরিচর্যা।

১. ঘরের কাজ হোক কিংবা ল্যাপটপে অফিসের কাজ নখ বৃদ্ধি করানোর পর কিন্তু সাবধানে না থাকলেই মুশকিল। একটু বেশি চাপ পড়লেই নখ ভেঙে যেতে সময় লাগবে না।

২) নকল নখ লাগানোর পর গরম জল হইতে সাবধান! গরম জলে স্নান করা কিংবা গরম জলে বাড়ির কোনও করলে কিন্তু নখ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

৩) যে কোনও রকম রাসায়নিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে। কোনও রকম ব্লিচ, অ্যাসিটোন আছে এমন যৌগ এড়িয়ে চলুন। এই সব রাসায়নিক নখের উপর পড়লেই নখের ক্ষতি হতে পারে।

৪) নখ বৃদ্ধি করালে কিন্তু নখ পরিষ্কারও রাখতে হবে। বড় নখ কিন্তু জীবাণুদের আঁতুরঘর হতে পারে। নিয়ম করে তরল সাবান গোলা জলে নরম ব্রাশ ডুবিয়ে নখ পরিষ্কার করতে হবে।

৫) নখ বড় করালে কিন্তু যত্নের যত্ন আবার সালোঁয় যেতে হতে পারে। দক্ষ লোকারাই আপনার নখের "টাচআপ" করতে পারবেন। নখ তোলার সময় কিন্তু সালোঁয় যেতে হবে। বাড়িতে নিজে নিজে সেই কাজ করতে গেলে কিন্তু আপনার নিজের নখের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনে এগিয়ে যেতে প্রয়োজন নিজের উপর আস্থা

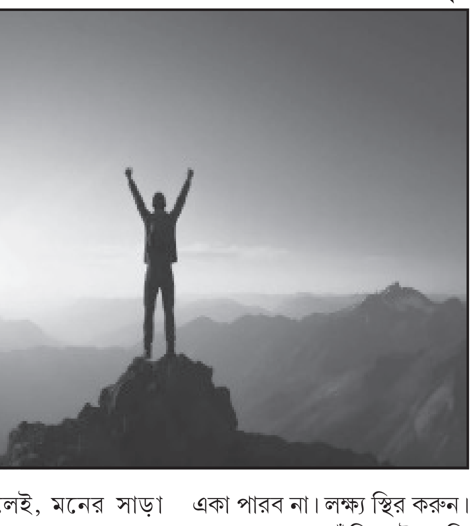

ব্যক্তিজীবন হোক বা পেশাগত জীবন, এগিয়ে চলার জন্য জরুরি নিজের উপর বিশ্বাস। মনে যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, আমি পারব, তবে সত্যি তা পারা সম্ভব। কিন্তু যদি ভেবে নেন, এ কাজ আপনার দ্বারা হবে না, তবে, তা সত্যি হবে না। এই যে মনের উপর আস্থা সেটাই হল আত্মবিশ্বাস। নিজের উপর আস্থা বা ভরসা না থাকা হল আত্মবিশ্বাসের অভাব।

ব্যক্তিগত জীবন হোক বা পেশাগত জীবন, আত্মবিশ্বাসের অভাবে তা ক্ষতি হতে পারে। অনেকেরই নিজের উপর বিশ্বাসের অভাব হয়। তার কারণ নানারকম হতে পারে। আবার চাইলে নিজের প্রতি বিশ্বাসটাও ফিরিয়ে আনা যায়।

সমস্যা- অনেকেই ছোট থেকে অভিভাবকদের মুখে শুনে বড় হয়েছেন, তোমার দ্বারা হবে না। তুলনা টানা হয়েছে অন্যদের সঙ্গে। কখনও বাবা কিংবা মা নিজেই বলেছেন, আমি এত নম্বর পেয়েছি, তুই করে দেখা। কিংবা বাবা-মা যদি কেউকেটা হন, আর সন্তানের প্রতিভা তার নীচে চাপা পড়ে যায়, তা হলে সেই মানুষটির মধ্যে নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে যেতে পারে। ছোট থেকেই অভিভাবকদের উচিত, সন্তানের বড় হওয়ার পথে এমন প্রতিবন্ধকতা যাতে না আসে, তা দেখা।

আত্মবিশ্বাস বাড়াবেন কী ভাবে?

১. নিজের প্রতি বিশ্বাস নিজেকেই বাড়াতে হবে। সে জন্য অনুপ্রেরণামূলক কথন শুনতে পারেন। যে সমস্ত মানুষ তাঁদের জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে বড় হয়েছেন, তাঁদের জীবনী আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে। বিভিন্ন মনীষী থেকে ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী এমন অনেকে আছেন যাঁরা দারিদ্র, হাজারও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সফল হয়েছেন। তাঁরা যদি পারেন আপনি বা পারবেন না কেন? ভাবলেই, মনের সাড়া পাবেন।

২. "আমি পারব"। এই কথাটা নিজের মনকে বার বার বলুন। ব্যক্তিগত জীবনের ঝড় ঝাপটা হোক বা পেশাগত জীবনের লক্ষ্যপূরণ, নিজেকে বলুন পারতেই হবে। নিজেকে বোঝান, কোনও কাজ যখন অসম্ভব নয়, তখন কিছুতেই হেরে যাবেন না। শুধু ভাবলে হবে না, সমস্যার মোকাবিলার পথ বের করতে হবে। লক্ষ্যপূরণে বাধা থাকবেই। সেই বাধা একমাত্র টপকানো যাবে নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকলে।

৩. পড়াশোনা, শিক্ষা কিন্তু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। জ্ঞানার্জন শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে হয় এমনটা নয়, দৈনন্দিন জীবন থেকে প্রতি মুহূর্তে শেখা যায়। সেই শিক্ষাগ্রহণ জরুরি। প্রতিটি মানুষের গুণ যেমন থাকে, তেমন খামতি থাকে। নিজের খামতি মেনে নেওয়ার মধ্যে কোনও দুর্বলতা নেই। বরং সেই খামতি পূরণের চেষ্টাই আপনার বিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে।

৪. আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করুন। হয়তো ইংরেজি ঝরঝরে বলতে পারেন না। কিংবা একলা ট্রেনে করার কথা ভাবলেই মনে হয়, একা পারব না। লক্ষ্য স্থির করুন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইংরেজি বলা অভ্যাস করুন। প্রথমে চার লাইন। সেটা বলতে পারলেই দেখবেন মনে বিশ্বাস আসছে। তারপর ৬ লাইন, তারপর ১০ লাইন। এভাবে এগোতে থাকুন। বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তাই। প্রথমে দু'টি স্টেশন ট্রেনে চেপে যান। একবার সফল হলেই দেখবেন, পরের ধাপ সহজ হয়ে যাচ্ছে।

৫. ধ্যানের অভ্যাস মন কেন্দ্রীভূত করতে ও শান্ত হতে সাহায্য করে। এতে মনের শক্তি বাড়ে। নিয়মিত ধ্যানের অভ্যাসও কিন্তু মনের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৬. নিজে অন্যের সঙ্গে তুলনা টানবেন না। ভাববেন না, একই কাজ দু'জনে শিখতে শুরু করলেন। অথচ আর একজন দিব্যি করতে পারছে, আপনি পারছেন না। এ নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগার কোনও মানে হয় না। যে কোনও কাজ আয়ত্ত করতে এক একজনের এক একরকম সময় লাগে। একেবারে না হলে বার বার চেষ্টা করতে হবে। ৭. সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলা, আদব কায়দা, বেশভূষার সঠিক পদ্ধতিও শিখে নেওয়া প্রয়োজন। বাহ্যিক বিষয়গুলিও কিন্তু আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।

বিনেশ ফোগাট ভারতের গর্ব ও প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য অনুপ্রেরণা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক্সে বড় ধাক্কা খেলেন বিনেশ ফোগাট। তাঁকে ফাইনালে খেলতে দেওয়া হবে না। মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিলেন বিনেশ। কিন্তু বুধবার সকালে তাঁর ওজন মাপা হয়। সেখানে দেখা যায় ১০০ গ্রাম বেশি ওজন রয়েছে তাঁর। সেই কারণে বিনেশকে ফাইনালে নামতে দেওয়া হবে না। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানালেন, বিনেশ ফোগাট ভারতের গর্ব ও প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য অনুপ্রেরণা।প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বিনেশ, আপনি চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে একজন চ্যাম্পিয়ন! আপনি ভারতের গর্ব ও প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য অনুপ্রেরণা। আজকের বাধা বেদনাদায়ক। আমি জানি, আপনি স্থিতিস্থাপকতার প্রতীক। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সবসময়ই আপনার স্বভাব।'

বাংলাদেশ সংক্রান্ত সলমন খুরশিদের "বিতর্কিত" মন্তব্যকে নিশানা শেহজাদ পুনাওয়ালার

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদের বাংলাদেশ সংক্রান্ত "বিতর্কিত" মন্তব্য নিয়ে বুধবার নিশানা করলেন বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালা।

সলমন খুরশিদ বাংলাদেশের ঘটনাকে সামনে রেখে "উস্কানিমূলক" মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ বিজেপি নেতা পুনাওয়ালার। তিনি অভিযোগ করেন যে, খুরশিদ বলেছেন 'বাংলাদেশে যা ঘটছে তা এখানেও হতে পারে'।

এরপরেই পুনাওয়ালা বলেন, কংগ্রেস একদিকে বলছে যে বাংলাদেশ নিয়ে তারা ভারত সরকারের সঙ্গেই আছে। কারণ, এটি রাজনৈতিক বিষয় নয়। তাই এটা নিয়ে কোনওরকম রাজনীতি করা উচিৎ নয়। আবার আরেকদিকে কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা সলমন খুরশিদ বলছেন, 'বাংলাদেশে যা ঘটছে তা এখানেও হতে পারে'। এটা তো দেশের মানুষকে উস্কানি দেওয়া। এটাই হলো কংগ্রেসের আসল পরিচয়। তারা রাজনীতিকে রাষ্ট্রনীতির আগে রাখে বলে মন্তব্য করেন শেহজাদ পুনাওয়ালা।

কালী নদীর ওপর সেতু ভেঙে বিপত্তি, যান চলাচল বিপর্যস্ত গোয়া-কর্ণাটক হাইওয়েতে

পানাজি, ৭ আগস্ট (হি.স.): কালী নদীর ওপর সেতু ভেঙে বড়সড় বিপত্তি! সেতু ভেঙে পড়ায় গোয়া ও কর্ণাটকের মধ্যে সংযোগকারী ৬৬ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাত একটা নাগাদ কর্ণাটকের সদাশিবগড়ে কালী নদীর ওপর একটি পুরানো সেতু ভেঙে পড়ে।সেতু পার হওয়ার সময় একটু ট্রাক কালী নদীতে পড়ে যায়। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা ওই ট্রাকের চালককে কোনওরকমে উদ্ধার করেন। প্রতিবেশী রাজ্য কর্ণাটকের কারওয়ারের একজন পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, সেতু ভেঙে পড়ায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়েছে বুধবার সকাল থেকেই।

মিলছে না পানীয় জল, জলপাইগুড়িতে অবরোধ স্থানীয়দের, ভোগান্তি চরমে

জলপাইগুড়ি, ৭ আগস্ট (হি.স.): এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব, আবার বেহাল রাস্তা। বৃষ্টিতে দুর্ভোগে স্থানীয় মানুষ থেকে পড়ুয়ারা। এরই প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ির গোশালা মোড়ের ঘটনা। অভিযোগ, একাধিকবার পুরসভাকে সমস্যার কথা জানানো সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করেনি তারা। গোশালা মোড়ে করলা সেতুর উপর বাঁশ বেঁধে তাঁরা রাস্তা অবরোধ করেন। অবরোধের জেরে আটকে পড়ে বাস-সহ বহু ছোট গাড়ি। চরম ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা। স্থানীয় মহিলারাও বিক্ষোভে সামিল হন। নিজেদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

পুণের চন্দন নগরে আসবাবের গুদামে ভয়াবহ আগুন, হতাহতের খবর নেই

পুণে, ৭ আগস্ট (হি.স.): ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুণেতে। ঘটনাটি ঘটেছে পুণের চন্দন নগর এলাকায়। বুধবার সকালে জানা গেছে, চন্দন নগরের এক আসবাবপত্রের গুদামে বিধ্বংসী আগুন লাগে।

খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। দ্রুত তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান। তবে কী কারণে আগুন লাগলো, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

রামচন্দ্র দাস মহারাজের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

অযোধ্যা, ৭ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুধবার অযোধ্যায় তাঁর দুদিনব্যাপী সফরের দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মলীন পরমহংস রামচন্দ্র দাস মহারাজের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ জানান। সমাধিস্থলে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তিনি বলেন, সনাতন ধর্মের উৎকর্ষতায় এবং ভগবান শ্রী রামের মন্দির নির্মাণে রামচন্দ্র দাস মহারাজের অতুলনীয় অবদানের জন্য তিনি সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী রামচন্দ্র দাস জি মহারাজের মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন।

স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে হিলি সীমান্ত, মোতায়েন প্রচুর বিএসএফ জওয়ান

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৭ আগস্ট (হি.স.): স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি চেক পোস্ট। বুধবার সকাল থেকেই দুই দেশে পারাপার করছেন সাধারণ মানুষ। যদিও অন্য দিনের তুলনায় যাত্রীর সংখ্যা কম। চালু হয়েছে বাণিজ্য। তবে সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত শুধু কাঁচা লঙ্কা এবং পেঁয়াজের গাড়ি রফতানির উদ্দেশ্যে হিলি—তে এসে পৌঁছেছে। হিলি সীমান্তে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা নজর রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে প্রচুর বিএসএফ জওয়ান। বুধবার সকাল থেকে বাংলাদেশ-ভারত হিলি সীমান্তের ছবি কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। দু'দেশের কিছু যাত্রী আসা-যাওয়া করেছেন ও জরুরি কিছু পণ্যের রফতানির কাজও করা গিয়েছে এ দিন। তবে সীমান্ত-বাণিজ্য স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে বলেই মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, নিরাপত্তা এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এই সীমান্তে। নিয়ম ভেঙে প্রবেশের খবর নেই বলে দাবি।

নিম্নচাপের জেরে বন্যায় ভাসছে হুগলির খানাকুল

খানাকুল, ৭ আগস্ট (হি.স.) : নিম্নচাপের প্রভাবে টানা দু''দিনের বৃষ্টিতে হুগলির খানাকুলের পাতুল এলাকায় ব্যাপক বন্যা দেখা দিয়েছে। নদীর জল প্লাবিত করেছে খানাকুলের ১২টি পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জল ঢুকে পড়েছে ঘরবাড়িতে, মাঠের পর মাঠ চাষের জমি এখন জলমগ্ন। রাজ্য সড়কেও চলছে জলের স্রোত, ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করছেন। কোথাও এক হাঁটু জল, কোথাও এক কোমর জল পেরিয়ে চলতে হচ্ছে।

এই অঞ্চলের খেলার মাঠ পর্যন্ত পুকুরে পরিণত হয়েছে। জলবন্দী বহু পরিবার। রাস্তা ও ঘাটে জল থৈথৈ করছে, ফলে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। এই বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৭ ডলার, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৭ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৪ ডলার। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনের প্রথম দিকে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.০৩ ডলার বা ০.০৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৬.৫১ ডলারে প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.০১ ডলার বা ০.০১ শতাংশ বেড়ে ৭৩.২১ ডলারে লেনদেন করছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল স্থিতিশীল রয়েছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকায়। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৯৭ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৪.৯৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এভাবে মুছে ফেলা যায়না ! রবীন্দ্রনাথকে মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে নিমতলা ঘাটে মেয়র ফিরহাদ

কলকাতা, ৭ আগস্ট(হি.স.): বুধবার বাইশে শ্রাবণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষে নিমতলা ঘাটে কবিগুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে এসেছিলেন কলকাতা মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও দেবাশীষ কুমার।

মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'আমাদের আবেগ, আমাদের জীবন, আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু সবটাই রবীন্দ্রনাথ। বাঙালি হিসেবে আমাদের যে গর্ব, তার অনেকটাই কারণ রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁকে চোখে না দেখলেও, তাঁকে ঘিরেই আমাদের জীবন। আমরা সবাই ভাবি, এই দিনটা আমাদের জন্মের আগে কেন এল? কেন আমরা তাঁকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু তাঁকে অবলম্বন করেই আমাদের জীবন।'

কোনো আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে মন্তব্য না করার পক্ষপাতী ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, 'এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে কি মুছে ফেলা যায়? রবীন্দ্রনাথকে কি সরিয়ে ফেলা যায়? বিশ্বকবি বিশ্বমানবের হৃদয়ে থাকেন। বাঙালির হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ রাজ করেন। আমি অত্যন্ত ব্যথিত।'

এই দিনটিতে শুধুমাত্র কলকাতা নয়, গোটা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সকল বাঙালির হৃদয়ে আজও জীবিত আছেন বিশ্বকবি।

ওয়ানাডের ভূমিধসকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হোক, সংসদে দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): ওয়ানাডের ভূমিধসকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হোক, বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় এই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে ভারত সরকারের কাছে তাঁর আর্জি, ওয়ানাডের জন্য একটি বিস্তৃত পুনর্বাসন প্যাকেজ দেওয়া হোক। এদিন লোকসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমি কিছু দিন আগে আমার বোনের সঙ্গে ওয়ানাড গিয়েছিলাম এবং আমি নিজের চোখে বেদনা ও যন্ত্রণা দেখেছি। ২০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ নিখোঁজ।'বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আমি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনা, নৌবাহিনী, কস্ট গার্ড, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্যদের কাজ এবং কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানা সহ পার্শবর্তী রাজ্যগুলির সহায়তার প্রশংসা করতে চাই। এটি একটি বিশাল ট্র্যাজেডি।'

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ভুয়ো দলিল করে জমি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ

আমডাঙ্গা, ৭ আগস্ট(হি.স.) : বুধবার আমডাঙ্গা গজবন্ধ মোড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা টায়ার জ্বালিয়ে এবং কাঠের গুড়ি ফেলে রাজ্য সড়ক কাঁকিনাড়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ নুর ইসলাম বেআইনিভাবে ভুয়ো দলিল তৈরি করে তাদের জমি দখল করে নিয়েছে।

প্রতিবাদকারীরা জানিয়েছেন, প্রশাসনের কাছে সাহায্য চেয়েও তারা তাদের জমি ফেরত পাননি। ক্ষুব্ধ জনতা তাই টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে এবং শেখ নুর ইসলামের গ্রেফতরির দাবি জানায়। প্রায় দু''ঘণ্টা ধরে চলা এই অবরোধের কারণে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

পরবর্তীতে আমডাঙ্গা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অবরোধ তুলে দেয়। এ বিষয়ে শেখ নুর ইসলামের প্রতিক্রিয়া নিতে চাইলেও তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ ও তাদের জমি ফেরতের দাবি জানিয়েছেন।

অমৃতসর থেকে শ্রী নানকানা সাহিব পর্যন্ত সুরক্ষিত সড়ক পথ তৈরি করা উচিত : রাঘব চাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): অমৃতসর থেকে শ্রী নানকানা সাহিব পর্যন্ত সুরক্ষিত সড়ক পথ তৈরি করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অনুরোধ জানালেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র সাংসদ রাঘব চাড্ডা। বুধবার রাজ্যসভায়, উচ্চকক্ষের ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশকে রাঘব চাড্ডা বলেছেন, শ্রী গুরু নানক দেবের জন্মস্থান শ্রী নানকানা সাহিবে একটি নিরাপদ করিডোর স্থাপন করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাঘবের আর্জি, এই নিরাপদ করিডোর তৈরির বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। রাজ্যসভায় রাঘব আরও বলেছেন, 'পুণ্যার্থীদের জন্য পাসপোর্ট, ভিসা এবং জটিল ফর্মের কোনও বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা থাকা উচিত নয়। এছাড়াও, ভক্তদের কাছ থেকে কোনও ফি নেওয়া উচিত নয়। অমৃতসর (আত্তারি ওয়াঘা বর্ডার) থেকে পাকিস্তানের শ্রী নানকানা সাহিব পর্যন্ত একটি নিরাপদ সড়ক পথ তৈরি করা উচিত।'

বাংলাদেশে যা হয়েছে, তা থেকে আমাদের দেশের শিক্ষা নেওয়া উচিত : মেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ৭ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে যা হয়েছে, তা থেকে আমাদের দেশের শিক্ষা নেওয়া উচিত। বুধবার মেহবুবা মুফতি বলেছেন, 'বাংলাদেশে যা কিছু ঘটেছে এবং ঘটছে, আমি মনে করি আমাদের দেশের তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। যখন একটি বিশাল যুব জনসংখ্যা থাকে এবং তাঁদের উপেক্ষা করার চেষ্টা করা হয়, যখন মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব তাঁদের আঘাত করে, তখন এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়।'সংরক্ষণ প্রসঙ্গে মেহবুবা মুফতি বলেছেন, 'সংরক্ষণ দুর্বল অংশের জন্য ভালো, কিন্তু তা জনসংখ্যার অনুপাতে হওয়া উচিত। আপনি যখন জনগণের বিরুদ্ধে নীতি ও আইন আনেন এবং আপনার ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন হয় তখন একনায়কত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শেখ হাসিনার মতো পালাতে হবে, বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে, আমাদের বাংলাদেশের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত - যেখানে যুবকদের প্রচুর সমস্যা রয়েছে, বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তার মতোই তরুণরা অসহায় বোধ করে। আমি মনে করি এটি পরিবর্তন করা দরকার... আমি আশা করি বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখানে অনুরূপ হবে না।'

রাজ্যসভার ১২টি শূন্য আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি নির্বাচন কমিশনের, ভোট হবে ৩ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): রাজ্যসভার ১২টি শূন্য আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলো নির্বাচন কমিশন। বুধবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ৯টি রাজ্যের এই ১২টি শূন্য আসনে ভোট হবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। গণনা হবে ওই দিনই বিকেল পাঁচটা থেকে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ২৬ ও ২৭ আগস্ট।অসম, বিহার, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ত্রিপুরা, তেলেঙ্গানা ও ওড়িশা - এই ৯টি রাজ্যে ১২টি রাজ্যসভার আসন খালি হয়ে পড়ে রয়েছে। মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত, স্ক্রুটিনি হবে ২২ আগস্ট। অসম, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও ত্রিপুরার জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৬ আগস্ট এবং বিহার, হরিয়ানা, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা ও ওড়িশার জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ২৭ আগস্ট।

যোধপুর পার্কের ক্যাফেতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.) : বুধবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতায় যোধপুর পার্কের এক ক্যাফেতে বিস্ফোরণ হয়। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। অগ্নিদগ্ধ হন ওই ক্যাফের এক কর্মী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় কাউন্সিলর।

সূত্রের খবর, পৌনে ১২ টা নাগাদ ঘটে দুর্ঘটনা। আচমকা বিকট শব্দ শুনতে পান ওই ক্যাফে সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। সকলেই চমকে ওঠেন। এর পরই দেখতে পান, দাউ দাউ করে জ্বলছে ক্যাফের একাংশ। দোকানের শাটার ছিটকে পড়েছে বেশ কিছুটা দূরে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। তড়িঘড়ি একাধিক ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছয়। দেখা যায়, আগুনে দগ্ধ ক্যাফের রাঁধুনী। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, "প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সিলিন্ডার ফেটেই এই ঘটনা।

তথাগত রায়ের এক্স হ্যান্ডলে বাংলাদেশের নানা ঘটনা

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.): পুরুষাঙ্গের একাংশ কেটে দেওয়া অর্থাৎ খতনা মুস্লিমদের চিহ্নিতকরণের অন্যতম প্রধান উপায়। প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় বাংলাদেশের বর্তমান অশান্তির প্রেক্ষিতে সিএএর সুবিধাদানেও সেই প্রসঙ্গের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আবেদন করেছেন।

বুধবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "মৃতদেহের চাদর বিচ্ছিন্ন করার পরে যেই দেখা গেল তিনি খতনাবিহীন, বীভৎস আনন্দ। তার মানে হিন্দু! সম্ভবত বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের সদস্য। ভারতকেও একইভাবে দেখতে হবে যাতে কোনও প্রতারক সিএএর সুবিধা না নেয়।"

অপর এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, "জীবনে এই প্রথম দেখলাম পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা সেদেশের মুসলমানেরা (শাহরিয়ার কবির, সালাম আজাদ বা তসলিমা প্রমুখেরা বাদে) স্বীকার করছে। যদিও একটা মন্দির পাহারা দিয়ে ছবি তোলার পাশাপাশি অন্তত দুশো হিন্দু বাড়িতে হামলা হয়েছে। তবু এটুকুর জন্যও ধন্যবাদ।"

এর পরেই ওই পাহারা দেওয়ার নেপথ্যের নেতিবাচক একটি তথ্য তথাগতবাবু এক্স হ্যান্ডলে রি-পোস্ট করেছেন। আবীর আরিয়ান ঘোষের ওই পোস্টে লেখা "মৌলভীবাজার কালীমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মন্দির রক্ষা করার ফটোশুট করেছে আর তাদেরই কিছু লোক মন্দিরের ভেতরে ঢুকে পুরোহিতকে মেরে ঠাকুরের সব সোনা, গয়না চুরি করেছে।

ফটোশুট আর চুরির শেষে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।"

শুভজিৎ মালাকারের পোস্ট পুনরায় এক্স হ্যান্ডলে ছড়িয়ে দিয়েছেন তথাগতবাবু। শুভজিৎ লিখেছেন, "এখন মমতার মরাকান্না কোথায়? কোথায় গেল সেইসব শিক্ষিত হাতুড়ে মার্কা বাম্বু ডিজিবিদের বুদ্ধি? মুসলিম ধর্মে আঘাত করলে কিংবা মসজিদ ভাঙলে মমতা যেভাবে চিৎকার করে বাংলাদেশে যখন হিন্দুদের উপরে অত্যাচার হয় তখন মমতার মুখ থেকে একটিও কথা বেরোয় না কেন?"এক্স হ্যান্ডলে অপর পোস্টে শুভজিৎ লিখেছেন, "আসলে স্যার, কৌশিক সেন, অপর্ণা সেন, পরমব্রত, শ্রীজাত এদের মত কিছু হাতুড়ে মার্কা কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা এখন শীতঘুম দিয়েছে। আমার মনে হয় মার্কেটে বুদ্ধি আমদানি রফতানি হচ্ছে না তাই তাদের মাথাতেও বুদ্ধি শেষ হয়ে গেছে।"

অত্যাচারের অভিযোগ অব্যাহত, ক্ষোভ-বিলাপ আক্রান্তদের

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.): গত দু'দিনের মত বুধবারও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে। আক্রান্তরা তাঁদের অসহায়তার কথা ছবি ও ভিডিও-সহ জানাচ্ছেন সামাজিক মাধ্যমে। কেউ লিখছেন, শতবর্ষের ঐতিহ্যভবন আজ শুধুই কিছু ছাইয়ের স্তুপ। কেউ লিখছেন, যতদিন বাঁচব, ঘৃনা নিয়েই বাঁচব। আক্রান্ত হওয়ার আগে ও পরের একটি বিখ্যাত বাড়ির পাঁচটি ছবি দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রমিতা ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, "আমার বাড়ির ছবি। আগের আর পরের। 'ল'' গার্ডেন শুধু আমাদের বাড়ি ছিল না। 'ল'' গার্ডেন মেহেরপুরের অন্যতম হেরিটেজও বটে। ল'' গার্ডেনের প্রতিটি কড়িবড়গা জানে এই বাড়ির ইতিহাস। শতবর্ষের ল'' গার্ডেন আজ শুধুই কিছু ছাইয়ের স্তুপ। শেষে বলতে চাই, যদি মনে হয় আমার এই পোস্ট দেখতে আপনার ভালো লাগছে না তাহলে যে কোনো মুহূর্তে আনফ্রেন্ড করতে পারেন। আমি জানবো আপনি আমার বন্ধু কোনোদিন ছিলেনই না।'

লক্ষ্মীপুর মজু চৌধুরীর হাটে হিন্দুদের দোকানে আগুন। এই ভিডিও দিয়ে নকুল চৌধুরী আবেদন করেছেন, "সবাই এই হ্যাশ ট্যাগ ব্যাবহার করুন,

নীলফামারি সদর উপজেলার সুবর্ণা রায় ১৭টি ছবি-সহ লিখেছেন, "৫ আগস্ট রাত ১০ টা ১ মিনিট। এই ট্রমাটা কিভাবে ভুলবো?স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম উপহার। তিল তিল করে আমার বাবা মার চাকরী জীবনের রোজগার দিয়ে গড়ে তোলা আমাদের আবাস। কিছু বলব না। সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই সব দেখবেন। যতদিন বাঁচব, ঘৃনা নিয়েই বাঁচব।।বিশেষ দ্রষ্টব্য: অনেকেই মন্তব্য করছেনআমার বাবা হয়তো আওয়ামী লীগ করতো?যাইয়হোক, আমার বাবা বাম রাজনীতি করতেন বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টি।"

ইশানী দাস চট্টগ্রামের লালদীঘি নবগ্রহ মন্দিরের ছবির ভিডিও দিয়েছেন। পাশেই আগুন জ্বলছে।" ওপরের প্রতিটি পোস্ট শেয়ার করেছেন মানবাধিকার আন্দোলনের নেত্রী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রিয়া সাহা। এই লিখেছেন,

রাজশাহীর একটি হোটেলের শেফ সইফ আলি খান একটি মন্দির ভাঙার ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, "মাত্র একটি মাস অপেক্ষা করেন। এটি একটি মন্দির ভাঙার দৃশ্য।" ছবিতে দেখা যাচ্ছে সাদা ফেজ টুপি পড়া একাধিক লোক। একজন ভারি হাতুড়ি দিয়ে মন্দির ভাঙছেন।১১ ঘন্টায় ১০১টি মন্তব্য, ১ হাজার শেয়ার, ৮১ হাজার দর্শক। বুধবার তিনি অপর একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, "আরও কত অবাক করা ঘটনা ঘটবে কেউ জানবে না।" ছবিতে একাধিক স্থানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সামনে রাস্তা আটকে লাঠি হাতে ঘুরছে হানাদারেরা। অনেকের মাথায় ফেজ টুপি। এই পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় একজন কান্নামুখের ছোট ছবি পোস্ট করেছেন। জবাবে সইফ লিখেছেন, "আরও কান্দন বাকি আছে"। ভিডিওতে এক মহিলার প্রতিবাদও শোনা যাচ্ছে।

সবজি বাজারে অগ্নিমূল্য, টাস্কফোর্সের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন সাধারণ মানুষের

কলকাতা, ৭ আগস্ট(হি.স.) : সবজি বাজারে অগ্নিমূল্য নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে। টাস্ক ফোর্সের লাগাতার বাজার অভিযান সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন, আদৌ কি কোনো সুরাহা হচ্ছে?

সকাল দশটা নাগাদ টাস্ক ফোর্স, ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ বেঙ্গল, বিধাননগর, এবং উত্তর থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায় সল্টলেকের এবিএসি এবং বিডি মার্কেটে। কাঁচা আনাজ এবং আলুর দামে ব্যাপক পার্থক্য দেখে মেজাজ হারান রবীন্দ্রনাথ কোলে। তিনি অভিযোগ করেন, কেন একই মার্কেটে আলুর মূল্য বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন? সুফল বাংলায় আলু বিক্রি হচ্ছে ২৮ টাকা কিলো দরে, অথচ বাজারের ভেতরে কোথাও ৩০, কোথাও ৩৫ টাকা দরে আলু বিক্রি হচ্ছে। পাইকারি বাজারে আলুর দাম ২৬ টাকা হলেও খুচরো বাজারে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে।

বিডি মার্কেটে সবজির পাশাপাশি মাছ এবং মাংসের বাজার ঘুরে দেখেন রবীন্দ্রনাথ কোলে। তিনি দেখেন, পোল্ট্রি মুরগির মাংস কেজি প্রতি ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যেখানে পোল্ট্রি ফার্মে এর মূল্য কেজি প্রতি ১৬৫ টাকা। দাম শুনে বেজায় চটে যান রবীন্দ্রনাথ কোলে। তিনি দোকানদারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'দাম কমাতে হবে, নইলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'সবজি ও মাংসের দাম বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবে এর প্রভাব কতটা পড়ছে, তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, কবে নিয়ন্ত্রণে আসবে বাজারের অগ্নিমূল্য?

হিন্দুদের থাকার অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের, মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে বুধবার এক্স-বার্তায় মন্তব্য করলেন রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

তিনি লিখেছেন, "আমরা যদি বাংলাদেশের গত ৫০ বা ৬০ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকাই, দেখতে পাব যে যখনই কোনো বিষয়ে আন্দোলন হয়েছে, সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। এখনও সেখানে হিন্দুরা খুবই ভীত ও সন্ত্রস্ত। আমরা আশা করি যে হিন্দুরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁরা তাদের পৈতৃক বাড়িতে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে বাস করতে পারবেন। এটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সেখানকার সরকারের।"

Page-3 and 5.pmd 2 07-08-2024, 10:20

বর্ডার গোল চক্কর এলাকায় দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রমণের শিকার ব্যক্তি প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: গতকাল রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে বর্ডার গোল চক্করে সামনে এক ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে দুষ্কৃতিরা বলে অভিযোগ। আজ এরই প্রতিবাদে এলাকাবাসী পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে জাহাঙ্গীর হোসেন নামে এক ব্যক্তি কাজ থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। বর্ডার গোল চক্করে সামনে আসতেই সমাজদ্রোহী ঝোটন দাস তার উপর আক্রমণ চালিয়েছে। তাতে সে গুরুতর আহত হয়েছে। আরও অভিযোগ, ঝুটন দাসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী। আজ তারই প্রতিবাদে এলাকাবাসী পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

এলাকাবাসীর দাবি, ওই এলাকা থেকে ঝোটন দাসকে বিতাড়িত করা হোক। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং অবশেষে পুলিশের আশ্বাস পেয়ে রাস্তা অবরোধ তুলে নেয় এলাকাবাসী।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগে টিডব্লিউজেএর শোক

আগরতলা, ৭ আগস্ট।। ত্রপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য দৈনিক সংবাদের সাংবাদিক দেবব্রত রুদ্রের পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী তরু ভূষণ রুদ্র(৮৩) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার ভোরে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রয়াতের বাড়ি গোমতী জেলার কাকড়াবন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য কমিটি সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগে গভীর শোক ব্যাক্ত করেছে এবং প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর মর্মবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

মন্ত্রী-বিধায়ক

● **প্রথম পাতার পর**

করছে। সৃষ্টি হচ্ছে যানজট, শহরকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হতে হচ্ছে।প্রতিটি বাজারকে সুন্দর করে তৈরি করার জন্য স্মার্ট সিটি হোক রাজ্য সরকার হোক বা পুর নিগম চেষ্টা করে চলছে। আগরতলা শহরে রাস্তার পাশে দোকান নিয়ে বসে যাওয়া একটি ট্রেন্ড হয়ে গেছে। রাস্তার পাশে দোকান নিয়ে বসার ফলে বাজারে যারা ট্যাক্স দিয়ে বৈধভাবে ব্যবসা করছে তাদের ব্যবসাও ব্যাহত হচ্ছে। রাস্তার পাশে বসে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্লাব ব্যবসায়ীদের সহায়তা করে চলেছে। ১০ থেকে ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের রাস্তার পাশে বসিয়ে দিচ্ছে কিছু কিছু ক্লাব। এ সকল কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না।রাজ্য সরকারের লক্ষ্য জনগণের অসুবিধা সৃষ্টি না করে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা সুনিশ্চিত করা। অভয়নগর রাস্তার পাশে অস্থায়ীভাবে বসা উচ্ছেদকৃত ব্যবসায়ীদের অভয়নগর বাজারে অস্থায়ীভাবে ঘর বানিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বসানোর ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান মেয়র। পাশাপাশি অভয়নগর বাজারটিকেও সংস্কার করা হবে। ইতিমধ্যেই অভয়নগর বাজারের পাশে পুকুরটিকে সংস্কার করার জন্য তিন কোটি টাকা রাজ্য সরকার অনুমোদন করেছে। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা দুজনেই বক্তব্যে মেয়রের কাজকর্ম নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এক দিদি গেছেন, আরেক দিদি সেই পথে হাঁটছেন : বাংলাদেশ ইস্যুতে মমতাকে খোঁচা দিলীপের

দুর্গাপুর, ৭ আগস্ট (হি.স.):”পাকিস্তানে কম স্বৈরতন্ত্র আছে? গতবছর সেখানে নির্বাচন হয়েছে। যে পার্টি বেশী সিট পেয়েছে, সে পার্টি নেতা ইমরান খান আজ জেলে। সরকারে যারা বসে আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারা পায়নি। কোন ইসলামিক দেশে গনতন্ত্র সফল হয় না। সেটা বাংলাদেশের ঘটনা আবারও প্রমান করল। এক দিদি (শেখ হাসিনা) গেছেন। আর এক দিদি সেই পথে হাঁটছেন। তাদের ভবিষ্যতটা তৃণমূল যেন দেখে রাখে, পশ্চিমবঙ্গটাকে কেনদিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই আগুনে কেউ বাঁচবে না।” বুধবার দুর্গাপুরের অঙ্গদপুরে প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই খোঁচা দিয়ে আক্রমণ করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন থেকে উত্তাল পরিস্থিতি সারা বিশ্বে নজর কেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়া হয়েছেন। সেখানের গনভবন লুট হয়েছে। বাংলাদের অওয়ামী লিগ নেতা থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে। হিন্দু মা- বোনেদের সম্মান নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে। হাজার হাজার হিন্দু এদেশে আসার জন্য সীমান্তে অপেক্ষা করছে। অনেকে ভিসা নিয়ে দেশ ছেড়েছে। আর ওই উত্তাপ এপার বাংলা পশ্চিমবঙ্গেও আঁচ পড়তে শুরু করেছে। লোকসভা নির্বাচনের পর আবার স্বমহিমায় বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার দলীয় কর্মসূচীতে দুর্গাপুরে এসেছিন তিনি। বুধবার দুর্গাপুর পুরসভার ৩৭ নং ওয়ার্ডে প্রাতঃ ভ্রমনে যান তিনি। সেখানে চা-চক্র সারেন। ওইসময় শহরের ৩৭ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার স্বরুপ মন্ডল সৌজন্য হাত মেলান।তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দেন তিনি। এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন,’ পড়শি দেশে গন্ডগোল হলে চিন্তা থাকে। কারন ইতিহাস বলছে, সেখানের হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়। আর তারপর ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে আসে।’ তিনি বলেন,’ আবারও সেই ঘটনা ঘটছে। কিন্তু তাদের হয়ে কেউ বলছে না। কেউ জামাতিদের কথা বলছে। কেউ স্বৈরতান্ত্রীদের কথা বলছে। এসব যারা করছে সমাজবিরোধী, স্বৈরতান্ত্রী তারা কারও নয়। না, হলে গনভবন দেশের সম্পদ, লুট করে? প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন লুট করে? এধরনের লোকেরাই ওখান থেকে ঢুকছে এরাজ্যে। গত ২০২১ সালে নির্বাচন পরবর্তী বিজেপিকর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর, লুট করেছিল। মহিলাদের সম্মানহানি করেছিল।’ তিনি আরও বলেন,’ এরাই এখন তৃণমূল কংগ্রেসটাকে দখল করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো ভাবছেন, এরাতো আমার পক্ষে আছে, তাই মুখ বন্ধ করে আছেন। হিন্দুদের হয়ে কথা বলছেন না।’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন,’ উনি জানে না, বাঘের পিঠে চেপে আছেন। পিঠ থেকে যখনই নামবেন, ওই বাঘ আগে ঘাড় মটকাবে। একদিদি (সেখ হাসিনা) গেছেন। আর একদিদি ওই পথেই হাঁটছেন। তাদের ভবিষ্যতটা যেন তৃণমূল দেখে রাখে। পশ্চিমবঙ্গকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই আগুনে কেউ বাঁচবে না।’ এদিন তিনি পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রীক পরিস্থিতি স্মরণ করিয়ে বলেন,’ পাকিস্তানে স্বৈরতন্ত্র কম আছে? গতবছর সেখানে নির্বাচন হয়েছে। যে পার্টি বেশী সিট পেয়েছে, সে পার্টির নেতা ইমরান খান আজ জেলে। সরকারে যারা বসে আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। কোন ইসলামিক দেশে গনতন্ত্র সফল হয় না। সেটা আবারও প্রমান করল বাংলাদেশের ঘটনা।’ তিনি বলেন,’ বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অধীনে রাখতে চেয়েছিল। যারা পঞ্চমবাহিনী, রাজকারের কাজ করেছিল। পাকিস্তানের দালালি করেছিল। চিন আর পাকিস্তানের সহযোগিতা নিয়ে সেলোকগুলোই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এটা বাংলাদেশ ও আমাদের পক্ষে খারাপ।’ তিনি চিনকে নিশানা করে আরও বলেন,’ যারা দাদাগিরি করেন, বাংলাদেশে নিজের পা শক্ত করার চেষ্টা করেছিল বড় বড় দেশ। বাংলাদেশটাকে লুট করার চেষ্টা করেছিল, তাদের কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু ২০-২২ কোটি বাঙালির ভবিষ্যত অন্ধকার।’ হাসিনার প্রসংশা করে তিনি বলেন,’ আর যাই হোক হাসিনা বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা নিয়ে সাধারন মানুষের জীবন উন্নত করেছিলেন। কিন্তু কিছু কট্টরপন্থী, অন্ধবিশ্বাসী লোক সেটা চায় না। তারা কারও কারও হয়ে কাজ করছে। সেটা বাংলাদেশের পক্ষে সংকটজনক।’

ফের কাঁকসার কুনুর সেতুতে ফাটল

দুর্গাপুর, ৭ আগস্ট (হি.স.):লোহার পিলার বসিয়েও ঠেকানো গেল না। ফের ফাটল ধরল কাঁকসার কুনুর সেতুতে। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে যান চালকদের মধ্যে। খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। উল্লেখ্য, পানাগড়-মোরগ্রাম রাজ্য সড়কে কাঁকসার কুনুর নদীর ওপর সেতু। ১৯৯৪ সালে তৈরী হয়েছিল ওই সেতুটি। এযাবৎকালে সর্বাধিক দুর্ঘটনাপ্রবন বলে চিহ্নিত ওই সেতু এলাকা। আকাবাঁকা সড়কের ওপর প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এবার আস্ত সেতুটাই ঝুঁকিপূর্ন। বছর ছয়েক আগে খবর চাউর হতেই আংশিক মেরামতির কাজ হয়। কিন্তু ওই কাজ শেষ হওয়ার আগে বড়সড় ধস ধরা পড়ল সেতুর নীচে। প্রশ্ন বসে যাওয়ার কারন কি? সেতুর নীচে ঢালাইয়ের ওপর পিলার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওপরের অংশ। চলতি বর্ষায় গত কয়েকদিন আগে ফুলে ওঠে কুনুর। জলস্রোতে সেতুর নীচের বালি-মাটি সরে গিয়েছে বলে অনুমান বাসিন্দাদের। আর তার ফলেই বসতে শুরু করেছে ঢালাইয়ের অংশ। বসে যাওয়া সেতুর নজরদারির অভাবে অবাধে চলে ইট, বালি, পাথর বোঝাই। ভারী যান চলাচলের ফলে বসে গিয়েছে সেতুর মাঝের কিছুটা অংশ। যে কোন সময় সেতুর মাঝের ওই অংশ ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা চালকদের। বুধবার ওই ধস ধরা পড়তেই নড়েচড়ে বসে কাঁকসা ব্লক প্রশাসন। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের করিডর বলে পরিচিত ওই সড়ক। তার ওপর বীরভুমের পাথরবোঝাই লরি, ও বালি রাজধানী কলকাতায় যাওয়ার একমাত্র রুট ওই সড়কে। স্বাভাবিকভাবে চরম আতঙ্কে চালকেরা। দীর্ঘদিনের পুরোনো। মোটরভেহিক্যাল আইনকে তোয়াক্কা না করে অবাধে যাতায়াত করে বীরভুম থেকে ওভারলোডিং পাথর ও অজয় নদীর বালি ভর্তি ভারী যানবাহন। আর তার ফলেই বেহাল হয়ে পড়েছে সেতুটি। বছর কয়েক আগে সেতুটির মাঝখানে বসে যাওয়ায় বিপদজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ওইসময় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেতুর নীচে লোহার পিলার বসানো হয়।

বিএসএফের ডিজি

● **প্রথম পাতার পর**

নিরাপত্তা ও অপারেশনাল প্রস্তুতি পর্যালোচনায় বৈঠক করেন।

প্রতিবেশী বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার মধ্যে একদিনের সফরে এসে তিনি আগরতলার শালবাগানে ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারে বিএসএফের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। শ্রী চৌধুরী যে কোনও ধরণের অনুপ্রবেশ এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ রোধ করে সীমান্ত রক্ষায় আধাসামরিক বাহিনীর অক্লান্ত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত সফরে শ্রী চৌধুরী ত্রিপুরা পুলিশের ডিজি অমিতাভ রঞ্জন এবং গোয়েন্দা বিভাগের মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকরের সাথেও দেখা করেন। এদিকে, বিএসএফ ত্রিপুরা পুলিশের যৌথ অভিযানে ৬ ও ৭ আগস্টের মধ্যবর্তী রাতে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১১ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিএসএফের এক প্রেস রিলিজে বলা হয়, সংবাদ , ৭২ লাখ টাকার নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫০ লাখ টাকার ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেটও রয়েছে।

ছেলের

● **প্রথম পাতার পর**

মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ছিটকে গেলেন ভিনেশ, আবেগঘন বার্তা প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে কুস্তির ফাইনালে উঠেও ভিনেশ ফোগাটের বাতিল হওয়ার ঘটনা নিয়ে ঝড় উঠেছে রাজনীতির ময়দানেও। তাঁকে নিয়ে এবার এক আবেগঘন বার্তা দিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।

তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, আপনার সাহস, পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দেখেছি। আপনি অলিম্পিকে দেশের কোটি কোটি মেয়ের স্বপ্নের জন্য লড়ছিলেন। আপনার দুর্দান্ত খেলা কোটি কোটি মেয়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উৎসাহ দিয়েছে। যারা ছোট শহর থেকে আসে, অনেক প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে, চলতি ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিকে পরাজিত করে বড় জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করে। আপনার দুর্দান্ত খেলা সমগ্র দেশকে গর্বিত করেছে। সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আপনার অক্লান্ত পরিশ্রমে আপনি যে জায়গায় পৌঁছেছেন তা সহজ ছিল না। আপনার এই অবিশ্বাস্য যাত্রা লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্নকে বলিষ্ঠ করেছে। এই কঠিন সময়ে কোটি কোটি দেশবাসী আপনার সঙ্গে আছে. ঠিক যেমনটা পুরো প্রতিযোগিতার সময় ছিল। আমার বোন নিজেকে একা মনে করবেন না। সবসময় মনে রাখবেন যে আপনি আমাদের কাছে বিজয়ী ছিলেন এবং সর্বদা বিজয়ীই থাকবেন। আমি নিশ্চিত যে, আপনি আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবেন।

সুন্দরবনের যোগেশগঞ্জে ’চোখের আলো ফিরিয়ে দাও’—এর বিশেষ শিবির

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার যোগেশগঞ্জ কমিউনিটি হলে বুধবার জয়গ্রাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি”র উদ্যোগে এবং কিশলয় সংঘ ও ভিশন আর এক্স - এর সাহায্যে ’চোখের আলো ফিরিয়ে দাও’—এর বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের সূচনা করেন হিঙ্গলগঞ্জ কেন্দ্রের বিধানসভার বিধায়ক দেবেশ মন্ডল। সংস্থার সম্পাদক জানান, অসহায় দরিদ্র মানুষের চোখে আলো ফেরাতে এই ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক দেবেশ মন্ডল বলেন, মূল উদ্দেশ্য - অন্ধ মানুষদের চোখের দৃষ্টি ফেরানোর উদ্যোগ। এই শিবিরে মোট ১৪৯ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ৩৮ জনকে চোখের ছানি অপারেশনের জন্য বাছাই করা হয়েছে। মোট ২৪৭ জনকে পরিষেবা প্রদান করা হয়। কিশলয় সংঘের সম্পাদক দেবমাল্য মন্ডল ও যোগেশগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুপা মন্ডল এবং উপ প্রধান নগেন বৈদ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

পাঁশকুড়ায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল স্কুলের ছাদের চাঙড়

পাঁশকুড়া, ৭ আগস্ট (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার রঘুনাথবাড়ি রামতারক হাইস্কুলে ক্লাস চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল স্কুলের ছাদের চাঙড়। বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে যায় ছাত্ররা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ষষ্ঠ শ্রেণির পঞ্চম পিরিয়ডের ক্লাস চলছিল। ক্লাস শেষ হতে না হতেই বিশাল বড় ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ে ক্লাসের মধ্যেই। তাতেই শোরগোল পড়ে যায় গোটা স্কুলে। এদিন সকাল থেকেই আবার জেলার নানা প্রান্তে চলছে প্রবল বৃষ্টি। সেই কারণে পঞ্চম পিরিয়ডের পরেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপরেই ঘটে যায় বিপত্তি। আর কয়েক মুহূর্ত আগে চাঙড়টা ভেঙে পড়লে কী অবস্থা হতো তা ভেবেই মাথায় হাত শিক্ষকদের। এলাকার লোকজন জানাচ্ছেন, বেশ কিছু বছর ধরেই স্কুলের অবস্থা খারাপ। জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অধিকাংশ দেওয়ালে ধরেছে ফাটল। উঁকি দিচ্ছে বট, অশ্বত্থের চারা। প্রায়শই স্কুলের নানা প্রান্তে ভেঙে পড়েছে চাঙড়। কোথাও আবার ছাদ চুঁইয়ে পড়ছে জল। অভিযোগ, বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরে স্কুলের এই বেহাল দশা নিয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি।পড়ুয়া থেকে অভিভাবক সকলের দাবি, দ্রুত মেরামত করা হোক স্কুল। অন্যথায় আগামীতে যে কোনও সময় আরও বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

পঞ্চায়েত ভোট

● **প্রথম পাতার পর**

অফিসারের কার্যালয়ে। সকাল থেকেই কল্যাণপুর ব্লক এর অন্তর্গত আশিটা পুলিং স্টেশনের জন্য ভোট কর্মী থেকে শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী যারা রয়েছে তারা নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

রিটারনিং অফিসারের কার্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে এক উৎসবের আবহে বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা ভোট গ্রহণ করার জন্য নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগে যাবতীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিচ্ছেন। এদিকে ভোটগ্রহণ সম্পর্কিত প্রস্তুতি এবং আজকের সার্বিক বিষয় নিয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে রিটার্নিং অফিসার তথা কল্যাণপুর ব্লকের বিডিও হিমেন্দু বিকাশ পাল দাবি করেছেন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তিনি আশাবাদী উৎসবের মেজাজে নির বিচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন হবে ভোট গ্রহণ। পাশাপাশি আজ আরো একবার রিটার্নিং অফিসার তথা বিডিও সকল অংশের ভোটারদের উদ্দেশ্যে নির্ভয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান রেখেছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন কল্যাণপুর রিটার্নিং অফিসারের অন্তর্গত ৮০টা পোলিং স্টেশনে জেলা পরিষদের সাত, আট এবং নয় তিনটা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ করা হবে, এর আগেই গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির আসন গুলোতে শাসক জোট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে গেছে।

অপরদিকে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণের জন্য বুধবার দুপুরের মধ্যে সিপাহীজলা জেলার ৬ টি ব্লকের অন্তর্গত সবকটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছে গেছেন ভোটকর্মীরা। বিশালগড় ব্লকের বি.ডি.ও তথা আর.ও নান্টু দেব জানিয়েছেন ব্লকের অন্তর্গত ১৭৬ টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ১১৯ টি তে হবে ভোটগ্রহণ। প্রতি কেন্দ্রে থাকবে ৬ জন করে ভোটকর্মী। বক্সনগর ব্লকের ৮২ টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫৬ টিতে ভোট হচ্ছে। প্রতি কেন্দ্রে থাকবেন ৫ জন করে ভোটকর্মী থাকবেন বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার সঞ্জীব কুমার পাল। চড়িলাম ব্লকের ৭২ টিতে ৮ টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার কৃত্তিকা সাহা। চড়িলামের প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে থাকবেন ৬ জন করে ভোটকর্মী। মোহনভোগ ব্লকের ২৮ টির সবকটিতে , নলছড় ব্লকের ৯৫ টির ৩০ টিতে ও কাঠালিয়া ব্লকের ৮৪ টির সবকটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন উল্লেখিত ব্লক গুলির রিটার্নিং অফিসাররা।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা তপন দাস। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমী সহ অতিথিগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শপথ

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধান এবং সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের একটি দল বৈঠকে বসে। বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে গতকালই ইউনূস সেন্টারের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছে, ড় মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বতীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেবেন।

সলমন খুরশিদের বাংলাদেশ সংক্রান্ত ”বিতর্কিত” মন্তব্যকে নিশানা অনুরাগ ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (হি.স.): কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদের বাংলাদেশ সংক্রান্ত ”বিতর্কিত” মন্তব্য নিয়ে বুধবার নিশানা করলেন বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। অভিযোগ, সলমন খুরশিদ বাংলাদেশের ঘটনাকে সামনে রেখে মন্তব্য করেন যে, ’বাংলাদেশে যা ঘটছে তা এখানেও হতে পারে’। কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর বলেন, পরপর তিনবার পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিতে চায়। তারা দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে যেকোনও কিছু করতে পারে। এই কংগ্রেস নেতার এই ধরনের বক্তব্য দল ও তাদের নেতাদের মানসিকতার পরিচয়। আমি কংগ্রেসকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তারা কি সলমন খুরশিদের এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত?

তাজপুরে বনদফতরের অভিযোগের পর এসসি মহিলাদের অবস্থান বিক্ষোভ

তাজপুর, ৭ আগস্ট(হি.স.): তাজপুরের সমুদ্র সৈকতসহ মন্দারমনি থানা এলাকায় শনিবার অস্থায়ী কাঠামো বসানো নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বন দফতরের জায়গা দখলের অভিযোগে পরিস্থিতি আরও উত্তাল হয়ে ওঠে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের কারা মন্ত্রী অখিল গিরি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সোমবার মন্ত্রী অখিল গিরি পদত্যাগ করেন। তবে পরিস্থিতি শিথিল না হওয়ায় মঙ্গলবার এসসি মহিলারা দোকানদারদের নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে বন দফতরের ক্ষুব্ধ আধিকারিকের শাস্তির দাবি জানায়। এর পরেই বন দফতরের পক্ষ থেকে মন্দারমনি থানায় ২০ জন এলাকাবাসীর নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়।এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চেয়ে এসসি মহিলারা অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন। তাঁরা দাবি করছেন, অবিলম্বে বন দফতরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং তাঁদের সমস্যার সমাধান করা হোক।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনার পর থেকে এলাকাজুড়ে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত সমাধান না করা হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হাওড়ার শ্যামপুরে হোটেলের ছাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

হাওড়া, ৭ আগস্ট (হি.স.): বুধবার দুপুরে হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার ৫৮ গেট পর্যটন কেন্দ্রের কাছে একটি হোটেলের ছাদে রান্না করতে গিয়ে পা পিছলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় এক যুবকের। মৃত যুবকের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরে।জানা গিয়েছে, পর্যটন কেন্দ্র লাগোয়া ওই হোটেলের ছাদে বেআইনিভাবে একটি শেড তৈরি করা হয়েছিল, এবং সেই শেডের পাশ দিয়েই ইলেকট্রিকের তার চলে গিয়েছিল। বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ কাজ করতে গিয়ে পা পিছলে সরাসরি ইলেকট্রিকের তারে জড়িয়ে যান ওই যুবক। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রায় আধ ঘন্টা ধরে ওই যুবক ইলেকট্রিকের তারে ঝুলে ছিলেন।খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকের দেহ নামায়। এরপরই পর্যটন এলাকায় হোটেলগুলির বেআইনি ব্যবসা এবং কাজকর্মের প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান।শ্যামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুলিশ এবং প্রশাসনের নাকের ডগায় কিভাবে ইলেকট্রিকের তারের এক ফুট দূরত্বে লোহার শেড তৈরি হলো তা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও হোটেলটি নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রশাসনিক কর্তারা এ বিষয়ে কোনো রকম আপত্তি করেননি।পুলিশ জানিয়েছে, হোটেলটির মালিককে আটক করা হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালন হল বিশ্বভারতীতে

বোলপুর, ৭ অগস্ট (হি.স.): বুধবার ২২ শে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালিত হল বিশ্বভারতীতে। সকাল থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ব্রহ্ম উপাসনা, পুষ্পপ্রদান, বৃক্ষরোপণের মধ্যদিয়ে কবিকে স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি, বোলপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে ”হাজার ন্ট্রে রবীন্দ্রনাথ” অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হয়।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট মহাপ্রয়াণে পথে গিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার ২২ শে শ্রাবণ। গুরুদেবের প্রয়াণ দিবস পালন করল বিশ্বভারতী। এদিন সকালে গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিক, উপাসনা গৃহে ব্রহ্ম উপাসনা, বৈঠক মন্ত্রপাঠ হয়। পরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে উদয়ন বাড়িতে গুরুদেবের ব্যবহৃত চেয়ারে পুষ্প নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান বিশ্বভারতীর উপাচার্য অরবিন্দ মণ্ডল। পরে পুরনো মেলার মাঠে বৃক্ষরোপণ করা হয়। দিনভর এভাবেই নানান অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গুরুদেবকে স্মরণ করা হয়। এদিন থেকে বিশ্বভারতীতে শুরু হল রবীন্দ্র সপ্তাহ। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন পর্যন্ত চলবে এই রবীন্দ্রসপ্তাহ। প্রত্যেক দিন বিশ্বভারতী নানা ভবন, প্রেক্ষাগৃহে বক্তৃতা, আলোচনা, প্রদর্শনী, নাটক, গানে গানে পালিত হবে এই সপ্তাহ।

অন্যদিকে, বোলপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে বীরভূম জেলা পরিষদের ডাকবাংলো মাঠে ”হাজার ন্ট্রে রবীন্দ্রনাথ” শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বোলপুর-শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে ১ হাজার নারী-পুরুষ এক যোগে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে থাকেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের অন্যতম সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর, বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অরবিন্দ মণ্ডল, রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, বিকাশ রায়চৌধুরী, অভেদানন্দ থান্দার, মুলুক ভারতসেবাশ্রমের শান্তি মহারাজ প্রমুখ।

গঙ্গারামপুরে পৌরসভার উদ্যোগে আবারও বুলডোজার অভিযান

গঙ্গারামপুর, ৭ আগস্ট(হি.স.) : গঙ্গারামপুর শহরে আবারও বুলডোজার চলল। বুধবার কালদিঘি এলাকায় পৌর পিতা প্রশান্ত মিত্রের নেতৃত্বে এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়। সারা রাজ্যের পাশাপাশি গঙ্গারামপুর শহরেও বেশ কিছুদিন ধরে হকার উচ্ছেদ অভিযান চলছে। সেইমত এদিন গঙ্গারামপুর পৌরসভা উচ্ছেদে নামে।পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে ওই এলাকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের স্বেচ্ছায় দোকান সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। অধিকাংশ দোকানদার নিজেদের দোকান সরিয়ে নিলেও, কিছু দোকানদার তা করতে রাজি না হওয়ায় অবশেষে ফুটপাত দখল মুক্ত করে পৌরসভা। এই অভিযানের ফলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

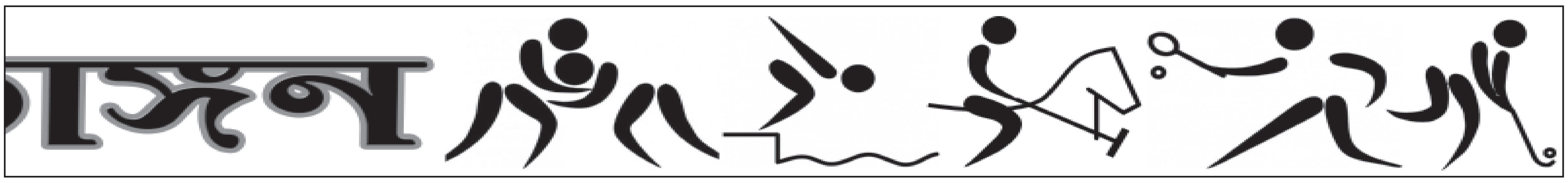

স্ট্যালিনের হ্যাটট্রিক, নবোদয়কে অবনমনের দিকে ঠেলে পুলিশ দলের দুর্দান্ত জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের জয়ের সারণিতে প্রবেশ করেছে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। ষষ্ঠ ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয় পুলিশ আর সি-র। আজ, বুধবার ৫-১ গোলের ব্যবধানে নবোদয় সংঘকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল দুই এক গোলে এগিয়ে ছিল। পক্ষান্তরে নবোদয় সংঘের অবনমনের ফাঁড়া এখনও কাটেনি। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া বি ডিভিশন লীগ ফুটবল আসরের ২১ তম ম্যাচে আজ, বুধবার পুলিশ যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে খেলে নবোদয় সংঘকে পাঁচ এক গোলে পরাজিত করেছে। পুলিশ আরসি-র পক্ষে এটি ষষ্ঠ ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয়। এর আগে এন এস আর সি সি কে ৩-১ গোলে এবং বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৩-২ গোলে পরাজিত করেছিল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম খেলায় ৩০ মিনিটের মাথায় প্রীতম হোসেনের গোল দিয়ে সূচনা। ৬ মিনিট বাদে স্ট্যালিন রিয়াং আরও একটি গোল করলে ব্যবধান দুই-শূন্য হয়। তবে ৩৮ মিনিটের মাথায় নবোদয় সংঘের লালরিন থারা ডার্লং একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমিয়ে এক দুই

করে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধ পুরোটাই যেন পুলিশ দলের দখলে চলে যায়। ৫৩ মিনিটের মাথায় জুয়েল দেববর্মার গোল পরে ৮ মিনিটের মধ্যে স্ট্যালিন পরপর দুটি গোল করে একদিকে নিজের হ্যাটট্রিক অপরদিকে দলের পক্ষে ব্যবধান বাড়িয়ে পাঁচ এক করে নেয়। শেষ পর্যন্ত আক্রমণ প্রতি আক্রমণ ম্যাচে বিরাজ করলেও আর গোলের সন্ধান কেউ পায়নি। পুলিশ দলের পক্ষে গোল ব্যবধান ৫-১ হয়। এদিকে, নবদয়ের ছেলেরা অন্য ম্যাচগুলির মতোই দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশঃ ছন্দহীন হয়ে পড়ে। এ নিয়ে পরপর ছ"টি ম্যাচ খেলে নিয়েছে, তবে একটিতেও নবোদয় পরাজয় রুখতে পারেনি। এদিকে খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজয়ী পুলিশ দলের রাজর্ষি চাকমা কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিপ্লব সিং, সুকান্ত দত্ত, জামাল হোসেন ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে কল্যাণ সমিতির মৌচাক জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের সারণীতে অব্যাহত কল্যাণ সমিতি। মৌচাক ব্যর্থ হয়েছে জয়ের হ্যাটট্রিক পেতে। ঘরোয়া বি-ডিভিশন লিগে কল্যান সমিতির কাছে পরাজিত হয়ে লিগ থেকে ছিটকে গেলো মৌচাক ক্লাব। বুধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে লিগে সাফল্যের সারণীতে টিকে থাকার লড়াইয়ে খেলতে নামে মৌচাক ক্লাব ও কল্যান সমিতি। ম্যাচটি ৫-২ গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করে লিগ চ্যাম্পিয়নের দৌড়ে এগিয়ে গেলো কল্যান সমিতি। লিগে কল্যান সমিতি ৬ ম্যাচে ৫ টি জয় লাভ করে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থানে উঠে এলো। লিগের শেষ ম্যাচে ১১ আগষ্ট কল্যান সমিতি খেলতে নামবে শক্তি শালি দল স্কাইলার্কের বিরুদ্ধে। স্কাইলার্ক লিগে এখনো

পয়েন্ট তালিকা : বি ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
কল্যাণ সমিতি	৬	৫	১	০	৩১-১১	১৫
স্কাইলার্ক	৫	৪	০	১	১৩-৫	১৩
পুলিশ আর সি	৬	৩	২	১	১৪-৯	১০
স্পোর্টস স্কুল	৫	৩	২	০	১৩-৯	০৯
মৌচাক	৬	২	০	৪	১০-১০	০৯
বীরেন্দ্র ক্লাব	৫	১	৩	১	১০-১৭	০৪
আরসিসি	৫	০	৩	২	২-১৪	০২
নবোদয় সংঘ	৬	০	৬	০	৮-২৬	০০

পর্যন্ত ৫ ম্যাচে ৫ টি তেই অপরাজিত থেকে ১৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। পয়েন্ট তালিকার উপর ভিত্তি করে ১১ আগষ্ট ম্যাচটি হবে স্কাইলার্ক ও কল্যান সমিতির মধ্যে শিরোপা দখলের নির্নায়ক ম্যাচ। আজকের খেলায় বিজয়ী দল প্রথমার্ধে এক দুই গোলে পিছিয়ে ছিল। বিজয়ী কল্যাণ সমিতির পক্ষে সুয়াম হুইপান হালাম এবং অবর্ণহরি জমাতিয়া দুটি করে এবং জন জমাতিয়া একটি গোল করে। প্রথমার্ধে মৌচাকের মনীষ দেববর্মা ও রোদিন পুইয়া দুটি গোল করলেও দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটা ছন্নছাড়া খেলে গোল হজম করতে বাধ্য হয়। খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজিত মৌচাকের সান্তাজয় রেমাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি রক্তিম সাহা, সুকান্ত দত্ত ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী।

অলিম্পিকে মেয়েদের ফুটবলের ফাইনালে ব্রাজিল-আমেরিকা

প্যারিস, ৭ আগস্ট (হি.স.): মেয়েদের ফুটবলে ছয়বার বর্ষসেরা হয়েও ব্রাজিলের মার্তা একবারও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। তবে এই ব্রাজিলিয়ানের আরও একবার অলিম্পিকে সোনা জয়ের সুযোগ এসেছে। আর এটাই তার শেষ সুযোগ। কারণ এই ম্যাচ খেলেই তিনি অবসরে চলে যাবেন, এমনটাই ঘোষণা করেছেন তিনি। কিন্তু এবার দলের ছন্দহীনতা ও গ্রুপ পর্বে স্পেনের বিপক্ষে লাল কার্ড দেখায় এবং তিনি দুই ম্যাচ নিষেধাজ্ঞায় থাকার জন্য দল পড়েছিল মহাবিপদে। এই বিপর্যয়ের মধ্যেই ব্রাজিল উঠে এসেছে ফাইনালে। আর মার্তা পাচ্ছেন আক্ষেপ মেটানোর সুযোগ। মার্শেইয়ে সেমিফাইনালে মঙ্গলবার রাতে ফেভারিট স্পেনকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ২০০৮ সালের পর অলিম্পিকে মেয়েদের ফুটবলে ফাইনালে উঠেছে ব্রাজিল।

অলিম্পিক থেকে ছিটকে গেলেন ভিনেশ, মিলবে না পদক

প্যারিস, ৭ আগস্ট (হি.স.): মঙ্গলবার ভিনেশকে নিয়ে স্বপ্ন ছিল ভারতবাসীর। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে গেল বুধবার। প্রতিযোগিতার আগে নিয়ম মাফিক ওজন নেওয়া হয়ে থাকে প্রতিযোগীদের। ভিনেশেরও ওজন নেওয়া হয়। সেখানেই দেখা যায়, ভিনেশের ওজন ৫০ কেজির থেকে ১০০ গ্রাম বেশি। ভারতীয় ডেলিগেটরা ভিনেশের এই ওজন ঝড়ানোর জন্যে আয়োজকদের কাছে অতিরিক্ত কিছুটা সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু আয়োজকরা সে সময় দেয়নি। সুতরাং তিনি অলিম্পিক থেকে ছিটকে গেলেন। এর ফলে কোনও পদকই ভিনেশ পাচ্ছেন না। ইতিহাস গড়ে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে অলিম্পিকে কুস্তির ফাইনালে উঠেছিলেন ভিনেশ ফোগাট। ভিনেশের লক্ষ্য ছিল সোনার পদক। সেই লক্ষ্য নিয়েই বুধবার রাতে কুস্তির ম্যাটে নামার কথা ছিল প্রতিপক্ষ আমেরিকার সারা হিলডেব্রান্ট- এর বিরুদ্ধে। কিন্তু তা আর হলো না। তার স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেল, সেই সঙ্গে ভারতেরও।

অলিম্পিকে কোভিডে আক্রান্ত অন্তত ৪০ জন অ্যাথলিট

প্যারিস, ৭ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকের প্রথম দিনেই একজন অ্যাথলিট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যত দিন যাচ্ছে অলিম্পিকে কোভিডের সংখ্যা বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত প্যারিস অলিম্পিকে ৪০ জনের বেশি অ্যাথলিট কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন তারকা অ্যাথলিট। রয়েছেন ১০০ মিটারের ব্রেস্টস্ট্রোক সাঁতারু ব্রিটেনের অ্যাডাম পিটি। অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু ল্যানি পলিস্টার। ডব্লিউএইচও-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অসুস্থতার কারণে মেয়েদের ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন। তারা মনে করছে, অলিম্পিক কেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বৈশ্বিকভাবে নতুন করে বাড়তে পারে। ডব্লিউএইচও বলেছে, কোভিড-১৯ ভাইরাস এখনও ছড়িয়ে পড়ছে এবং তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা দেশগুলোকে আরও কঠোর

বুধবার ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটার গ্রেগ চ্যাপেলের জন্মদিন

কলকাতা, ৭ আগস্ট (হি.স.): গ্রিগোরি স্টিফেন চ্যাপেল, যাকে আমরা গ্রেগ চ্যাপেল বলে থাকি, বুধবার তার জন্মদিন। এই দিনে (৭ আগস্ট, ১৯৪৮) দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আনলে এলাকায় প্রাক্তন ও বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তারকা গ্রিগোরি স্টিফেন চ্যাপেল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যেমন ডানহাতি ব্যাটসম্যান ছিলেন তেমনি ডানহাতে মিডিয়াম বোলিংও করতেন। তিনি জাতীয় দলের অধিনায়কও ছিলেন। অবসর পরবর্তীকালে তিনি কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন।

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ তিনি অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। তারপর তিনি বিতর্কিত বিশ্ব সিরিজ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৮৪ সালে খেলোয়াড় জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি গণমাধ্যমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। এর পাশাপাশি তিনি পেশাদার ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ২০০৫ সালে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলে দুই বছরের চুক্তিতে কোচ হন কিন্তু নানা বিতর্ক ও ব্যক্তিত্বের সংঘাতের ফলে ২০০৭ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের দুর্বল ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করায় ৪ এপ্রিল, ২০০৭-এ কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। রাজস্থান রয়্যালসের অ্যাকাডেমি কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ব্যাটার ৮৭ টি টেস্টে ২৪টি সেঞ্চুরি আর ৩১টি হাফ সেঞ্চুরিতে ৫৩.৮৬ গড়ে ৭১১০ রান করেছেন।খেলেছেন ৭৪টি ওয়ানডে।

রান করেছেন ২৩৩১। ৪৮ টি টেস্ট অধিনায়কত্বের অভিষেকেই জোড়া সেঞ্চুরি সহ ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভয়ংকর পেস বোলিংয়ের সামনে পাঁচ ম্যাচে ৬২১ রান করেছিলেন। ২০০০ সালে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক প্রণীত শতাব্দীর সেরা অস্ট্রেলীয়া ক্রিকেট বোর্ড দলেও তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সোনার স্বপ্ন শেষ, এবার ব্রোঞ্জের লড়াই ভারতীয় হকি দলের

প্যারিস, ৭ আগস্ট (হি.স.): জার্মানির কাছে হেরে অলিম্পিকে সোনার স্বপ্ন শেষ ভারতের। ১৯৮০ সালের পর ভারত ফাইনালে উঠতে পারেনি। এবারও হল না। জার্মানির কাছে ৩-২ গোলে হেরে গেল হরমনপ্রীতরা। এখন লড়াই ব্রোঞ্জ পদকের। ম্যাচ শুরুর সাত মিনিটে ভারতকে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে এগিয়ে দেন হরমনপ্রীত সিং। প্রথম থেকেই ম্যাচের দাপট ছিল ভারতের। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পেনাল্টি থেকে গোল করে জার্মানির গঞ্জালো পেইলাট ১-১ করেন।

এরপর দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরু থেকেই ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করে জার্মান দল। তবে জার্মানির এই আধিপত্যের বিস্তারের মাঝেই সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন ভারতের ললিত উপাধ্যায়। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষের দিকে ক্রিস্টোফাল রুহের গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই সুযোগ পেয়েও এবার ব্যর্থ হন হার্দিক সিং। তবে সুখজিত সিংয়ের গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় ভারত। তৃতীয় কোয়ার্টার শেষে স্কোরলাইন ছিল ২-২।

চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতেই চাপ বাড়ায় জার্মানি, এবং মার্কো মিলটাকাউয়ের গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি।

স্কোর হয় ২-৩ ।আর এখানেই শেষ হয় হরমনপ্রীতদের সোনা জয়ের স্বপ্ন। এখন শুধু ব্রোঞ্জ পদক জয়ের লড়াই।

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 06/2024

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to 15 (Fifteen) (UR-08, SC-03 & ST-04) Nos. of posts of Food Safety Officer, Group-B Gazetted under Health and Family Welfare Department, Govt. of Tripura
For detailed Advertisement please visit- **https://tpsc.tripura.gov.in.**

Sd/-Illegible
(S. Mog, IAS)
Secretary
Tripura Public Service Commission.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender
PNIe-T-No: 01/EE/PD/PNIeT/2024-25, Dated: 05-08-2024

The Executive Engineer, Planning, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for following work(s) :-

	Estimated Cost	Earnest Money	Completion
1) DNIe-T No.01/EE/PD/AMC/2024-25	Rs.5,77,675.00	Rs.11,554.00	60 (Sixty) Days
2) DNIe-T No.02/EE/PD/AMC/2024-25	Rs.5,35,917.00	Rs.10,718.00	60 (Sixty) Days

Last time date of submission of bid: **12-08-2024 at 15.00 Hrs.**

1. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Planning Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender
PNIe-T-No: 06/EE/DWS/AMC/2024-25/ Dated:- 06-08-2024

The Executive Engineer, DWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl. No.	DNIET. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	Repair & Maintenance of existing Drinking Water Supply pipeline in Swami Vivekananda Abashan / Housing Complex (2 Nos. Blcoks) at Kunjaban under Ward No. 05, AMC **DNIeTNo.09/EE/DWS/AMC/2024-25**	Rs.950622/-	Rs.19012/-	60 days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **20-08-2024. 15.00 Hrs.**
2. **Time and date of opening of bid : 20-08-2024 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
DWS Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
O/O THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL)
DURGA CHOWMUHANI
TRIPURA (WEST)
NOTICE INVITING TENDER NO 17 (2024-25)

Sealed Tender is inivited by the Executive Engineer (Electrical Division), Agartala Municipal Corporation on behalf of The Honourable Mayor, Agartala Municipal Corporation from the resourceful Firms / Agencies / Suppliers and appropriate class of Electrical Enlistment registered withe PWD/ TTAADC / MES / CPWD / Railway / TSECL Other State PWD experienced in similar nature job, for the following work :-

Sl. No.	Name of Work	Estimated cost / Earnest Money	Time for Completion	Last Date of selling / Last Date of receiving (up to 3.oo PM)
1	"Providing permanent Electrical Installation in the newly constructed Community Hall at Pratapgarh near Hrishi Para under Agartala Municipal Corporation"	Rs.1,28,217.00 / Rs. 2,564.00	10 (Ten) Days	08-08-2024 / 13-08-2024

Details of work in the form of "Schedule of Work" and general / special terms & conditions can be seen in the office of the undersigned on any working day in between 10.00 A.M. to 5.00 P.M. up to 08-08-2024.

Sd/-Illegible
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer (Electrical Division)
Agartala Municipal Corporation)

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদিত হস্ততাঁত সামগ্রী ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদিত হস্ততাঁত সামগ্রী ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য পূর্বাশায় স্বসহায়ক গ্রুপের মা বোনদের তৈরি সামগ্রী ক্রয় করার আহ্বান রাখেন তিনি।

জাতীয় হস্ততাঁত দিবস উপলক্ষে বুধবার আগরতলার পূর্বাশায় উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ৭ আগস্ট স্বদেশী আন্দোলনের একটা অংশ। আমরা সবাই জানি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আজকের দিনেই স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। একে সামনে রেখেই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৫ সালে আজকের দিনটিকে হস্ততাঁত দিবস হিসেবে পালন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। 'ভোক্যাল ফর লোক্যাল' অর্থাৎ আমাদের উৎপাদিত পণ্য যাতে আমরা ব্যবহার করি। এত বছর ধরে এই রীতি চলে আসছে। আজ জাতীয় হস্ততাঁত দিবস উপলক্ষে আগরতলার পূর্বাশায় আসি। এখানে এসে অনেক কিছু দেখলাম। আগেও কয়েকবার এখানে আসি। আজকের বিশেষ দিনটি বাদেও যাতে অন্যান্য দিনও সবাই পূর্বাশায় এসে হস্ততাঁত সামগ্রী ক্রয় করেন তারজন্য রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে স্বসহায়ক গ্রুপের মা বোন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ক্রয় করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ডাঃ সাহা। তিনি বলেন, পূর্বাশায় উৎপাদিত হস্ততাঁত সামগ্রীর গুণগত মান খুবই ভালো ও ব্যবহারের সুযোগ্য।

এর পাশাপাশি জাতীয় হস্ততাঁত দিবস উপলক্ষে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন পূর্বাশা পরিদর্শন কালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পূর্বাশার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কিশোর বর্মণ সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ। সেখানে নিজস্ব উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী সরেজমিনে চাক্ষুষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে জাতীয় তাঁত দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: জাতীয় তাঁত দিবস উপলক্ষ্যে বড়জলা দীঘালিয়া পঞ্চায়েতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁতিদের সম্মান জানানো হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার সহ বিজেপির অন্যান্য সদস্যরা।প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের ৭ আগস্ট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চেন্নাইতে প্রথম জাতীয় তাঁত দিবস উদযাপন করেছিলেন। এই দিনটি তাঁত বয়ন সম্প্রদায়কে সম্মানিত করে এবং এই জাতির আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে শিল্পের অবদান তুলে ধরে। এটি তাঁতের ইতিহাস সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁত ও শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ প্রদানের জন্য। তাছাড়া, ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট শুরু হওয়া স্বদেশী আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এবং তাঁত খাতে একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল।

চড়িলামে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১১৯ টি পোলিং স্টেশনে হবে ভোট গ্রহন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ আগষ্ট।। রাত পোহালেই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নিজ নিজ পোলিং স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হল ভোট কর্মীরা। বিশালগড়ের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা রিটার্নিং অফিসার নান্টু দেব জানিয়েছেন, বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ১১৯ টি পোলিং স্টেশনে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এর জন্য ৭১৪ জন সিভিল অফিসার এবং ৩৫৭ জন সিকিউরিটি অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশালগড় আর.ডি. ব্লকের অধীনে জিলা পরিষদের ৩টি আসন, পঞ্চায়েত সমিতির ২ টি আসন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাছাড়াও সাধারণ ভোটাররা যেন সকাল সকাল ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ভোটারদের জন্য এই বার্তা দেন বিশালগড়ের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা রিটার্নিং অফিসার নান্টু দেব।

বিভিন্ন দোকানে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: সদর মহকুমা শাসক ও খাদ্য দপ্তর যৌথভাবে আজ রাজধানী হাঁপানিয়া এবং আমতলী বাজারে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে নেমে বাজারের মেয়াদোর্তীণ সামগ্রী বিক্রি সহ ব্যাপক অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে। পাশাপাশি অবৈধভাবে মজুত করে রাখা নয়টি এলপিজি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করেছে খাদ্য দপ্তর। যাদের দোকান থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিপুল চন্দ্র দাস।

এদিন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিপুল চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, বুধবার রাজধানী হাঁপানিয়া এবং আমতলী বাজারে বিভিন্ন ফাস্টফুড ও বিভিন্ন দোকান অভিযান চালানো হয়েছে। হানা দিয়ে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৯টি এলপিজি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দোকান থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন দোকানে খাদ্যসামগ্রীর দাম সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, এরকম অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিনের অভিযানে উপসিত ছিলেন সদরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিপুল চন্দ্র দাস, ডুকলী রেভিনিউ সার্কেলের ডিজাইন সুজিত দাস, সদরের ফুড কন্টোলার প্রদীপ কুমার ভৌমিক সহ লিগেল মেট্রলজি ও ফুট সেফটি আধিকারিকরা।

আটক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী দুই বাংলাদেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ আগস্ট: বুধবার বিকেল বেলা কৈলাসহর থানার সামনে কৈলাসহর ট্রাফিক ইনচার্জের হাতে আটক ২ বাংলাদেশী যুবক। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার বিকেলবেলা কৈলাসহর থানার সামনে দুইজন বাংলাদেশী যুবক ঘুরাফেরা করছিল। কৈলাসহর ট্রাফিক ইনচার্জ বিক্রম দাস তাদেরকে দেখতে পায় এবং উনার সন্দেহ জাগলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায় ওরা বাংলাদেশী।

এরপর তিনি ওই দুই বাংলাদেশী যুবককে কৈলাসহর থানার হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে তারা কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে। ওরা সংবাদমাধ্যমকে জানায় বিগত কয়েকদিন পূর্বে দালাল মারফত কাজের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারত বাংলাদেশের সীমান্তের কাঁটাতার অবৈধভাবে পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে। কিন্তু পরবর্তী সময় ওরা কোন কাজ না পাওয়ার কারণে হন্যে হয়ে ঘোরাফেরা করছিল।

তবে ওরা ভারতের কোন সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতের প্রবেশ করেছে সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। ওই দুই বাংলাদেশি যুবকের নাম হল মোহাম্মদ হাসিফুল গাজী ও হাসিফ ফকির।

ফ্লাউয়ার্স ক্লাবের এবারের থিম "এক টুকরো অযোধ্যা"

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: রাজধানীর ফ্লাওয়ার্স ক্লাব এবছর দর্শকদের মনোরঞ্জনের লক্ষ্যে "এক টুকরো অযোধ্যা" এই থিমকে সামনে রেখে মন্ডপ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এবছর তাদের পুজোর বাজেট ৬৫ লক্ষ টাকা।

এক টুকরো অযোধ্যা, এই থিমকে সামনে রেখে এবছর দুর্গাপূজা মন্ডপ তৈরি করবে রাজধানী আগরতলা শহরের অন্যতম বনদী ক্লাব ফ্লাওয়ার্স ক্লাব। বাজেট ধরা হয়েছে ৬৫ লক্ষ টাকা। অযোধ্যার বিভিন্ন চিত্র লাইট অ্যান্ড সাউন্ড এর মাধ্যমে তুলে ধরা হবে তাদের পূজো মন্ডপে।

মন্ডপ তৈরি করবেন নবদ্বীপের সাধক ডেকোরেটর। প্রতিমা তৈরি করবেন নবদ্বীপের নাড়ু গোপাল দাস। আলোক সজ্জায় থাকবে পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগরের শিল্পীরা। আজ খুঁটি পূজার মাধ্যমে তারা তাদের প্যান্ডেলের কাজ শুরু হয়।

স্বামীর হাতে রক্তাক্ত স্ত্রী থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট : পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে স্বামীর হাতে রক্তাক্ত হয়েছেন স্ত্রী। গতকাল রাতে আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা মুসলিম পাড়া এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পর্বতী সময়ে স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত মামালা দায়ের করেন নির্যাতিতা স্ত্রী। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা মুসলিম পাড়া এলাকার বাসিন্দা শহীদ মিয়া এবং স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল। পর্বতী সময়ে পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে শহীদ মিয়া উত্তেজিত হয়ে লাঠি দিয়ে স্ত্রীকে আঘাত করে বলে অভিযোগ। তাতে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। আরও জানা গেছে, শহীদ মিয়ার স্ত্রী বাড়িতেই একটা ছোটখাটো চায়ের দোকান রয়েছে। আশপাশের এলাকার সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে আনন্দনগর দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়ে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে আজ সকালে নির্যাতিতা স্ত্রী আমতলী থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত মামলা দায়ের করেছেন।

বাংলাদেশী সহ ৭২ লাখ টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: পৃথক পৃথক অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। বিএসএফ এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে মোট ১১ জন বাংলাদেশী নাগরিক আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি, ৭২ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আজ বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিএসএফের কাছে গোপন সংবাদের খবর আসে এডি নগর থানার অধীনে গজারিয়া এলাকায় অবৈধভাবে বাংলাদেশী নাগরিক বসবাস করছেন। সেই খবরের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে বিএসএফ এবং এডিনগর থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে চালিয়েছে। অভিযানে মুসলিম পাড়া, গজারিয়া থেকে একজন মহিলা টাউট সহ মোট আটজন বাংলাদেশী নাগরিক আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। অন্য একটি অভিযানে, আমতলী থানার পুলিশ এবং বিএসএফ আমতলী এলাকায় মোবাইল চেকপোস্টে ৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে।

তাছাড়া, বিএসএফ এবং কলমচৌড়া থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে ৫০ লক্ষাধিক টাকার ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে করা হয়েছে।

তেমনি, বিএসএফের কাছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে কৃষ্ণ নগরের কাছে একটি রাবার বাগানে অভিযান চালিয়ে ৯৫০০ প্যাকেট সিগারেট বাজেয়াপ্ত করে। যার মূল্য আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা হবে।

সমস্ত দপ্তরের শূন্যপদ পূরণ করা সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ ডিওয়াইএফআই - এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট:শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ সরকারি সমস্ত দপ্তরের শূন্যপদ পূরণ করা সহ একাধিক দাবিতে বুধবার ডিওয়াইএফআই সদর বিভাগীয় মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক মিছিল সংঘটিত করা হয় রাজধানীর ৭৯টিলা এলাকায়। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব সহ অন্যান্য দলীয় কর্মী সমর্থকেরা। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নবারুণ দেব বলেন, বিজেপি সরকার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে রাজ্যের যুবকদের মেধা ও শ্রম কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ সরকারি সমস্ত দপ্তরের শূন্যপদ পুরন করা, সরকারি দপ্তরে বেসরকারি নিয়োগ বন্ধ করা, নেশা কারবারি সহ নেশার সাম্রাজ্যের অবসানে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং জিনিসপত্রের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি রুখতে বাজারগুলোতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আনার দাবিতে এদিনের বিক্ষোভ মিছিলটি সংঘটিত করা হয়েছে।

মানিকভান্ডার বাজারে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচী বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ আগস্ট :কেরালার ওয়েনাডে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৪০০ এবং আহত ও চিকিৎসাধীন বহু। বিপুল পরিমান সম্পত্তির নজিরবিহীন ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পর সর্বস্বান্ত অবস্থায় যারা টিকে আছেন জরুরী ভিত্তিতে তাঁদের আশ্রয়, চিকিৎসা, পুনর্বাসনসহ বিপর্যস্ত ওয়েনাড়কে পুনরায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মানবিক ও সামাজিক দ্বায়বদ্ধতার দিক থেকে বুধবার কমলপুর শহর ও মানিকভান্ডার বাজারে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচী সংগঠিত হয়।উল্লেখ্য যে গত ১লা জুলাই থেকে এই সামাজিক কর্মসূচী কমলপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত হয়েছে।কমলপুর শহরে এই সামাজিক কর্মসূচীর নেতৃত্বে ছিলেন সি পি আই এম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য অঞ্জন দাস, পার্টির নেতৃত্ব কল্যাণী রায়, হরিমাধব শর্মা, অমর ভট্টাচার্য, সুলেমান আলি, উৎপল দাস, অঞ্জন ব্রম্ম, সমর সূত্রধরসহ অন্যান্যরা।

উত্তপ্ত বাংলাদেশ, ইন্দো - বাংলা সীমান্তে কড়া নজরদারী জওয়ানদের

আগামী ৯ই আগস্ট খুমুলুঙে এডিসির উদ্যোগে বিশ্ব আদিবাসি দিবস পালন

খুমুলুঙ, ৭ আগস্ট।। আগামী ৯ই আগস্ট স্বশাসিত জেলা পরিষদের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব আদিবাসি দিবস পালন করা হবে। ঐদিন সকাল ৯টা ডুকমালি হাটি হইতে নুটাই অডিটোরিয়াম হল পর্যন্ত চিরাচরিত পৌষাকে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে আদিবাসিরা উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য শুভ যাত্রায় অংশ গ্রহণ করবে। বিশ্ব আদিবাসি দিবসের শুভ উদ্বোধন করবেন সমবায় দপ্তরের নির্বাহী সদস্য অনন্ত দেববর্মা, এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, মৎস্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা, এমডিসিগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।সভাপতিত্ব করবেন পশ্চিম জোন্যালের চেয়ারম্যান টনি দেববর্মা। এদিকে এউপলক্ষ্যে নুটাই হলে মূল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। এ সংবাদ জানান এডিসির তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান আধিকারিক চিত্ত দেববর্মা।

ঈগল পাখিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ আগস্ট:বুধবার সকালে দক্ষিণ চড়িলাম কৃষ্ণ সংঘ এলাকায় একটি ঈগল পাখি আটক করে এলাকাবাসী। পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা এসে ঈগল পাখিটিকে সিপাহীজলা জোলজিক্যাল ভেটেনারি হাসপাতালে রিজার্ভেশনে রাখে।পাখিটি শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ রয়েছে। সুস্থ হওয়ার পর ইনক্লুজারে রাখা হবে বলে জানান সিপাহীজলা জোলজিক্যাল ডাইরেক্টর বিশ্বজিৎ দাস।

যদু মোহন ত্রিপুরার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট : যথাযথ মর্যাদার মধ্য দিয়ে আজ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আদিবাসী কংগ্রেস নেতা যদু মোহন ত্রিপুরার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন প্রয়াত নেতা যদুমোহন ত্রিপুরার প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। এদিন আশিস কুমার সাহা বলেন, যদুমোহন ত্রিপুরা জীবদ্দশায় কংগ্রেসের সংগঠন তথা আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য নিরন্তর ভাবে কাজ করে গিয়েছিলেন।

এদিকে, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা বিশ্ব আদিবাসি দিবস উপলক্ষ্যে জনজাতিদের পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে পৃথক বার্তায় মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা শুভেচ্ছা জানান।

ছত্রাক থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া, এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য, ব্যাখ্যা দিলেন যুক্তিবাদী সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ আগস্ট: কেউ বলছিলো মিথেন গ্যাস। আবার কেউ বলছিলো অন্য কিছু। আম গাছের ছত্রাক থেকে বেরুচ্ছে ক্রমাগত ধোঁয়া। এ যেন এক আজব কান্ড। কিছু মানুষ ঘটনাটিকে দেখে ভয় পেয়েছেন। আবার কিছু মানুষ কৌতুহলী হয়ে উঠেছেন এই ঘটনা দেখে। কয়েকদিন যাবত এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র এলাকা জুড়ে।

তবে ঘটনাটি জেনোডার্মা ছত্রাক নির্গত বাষ্প থেকেই। এর সত্য উদঘাটন করলেন কমলপুর এক যুক্তিবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে। ঘটনা,কমলপুর মহকুমা সদরের প্রাণকেন্দ্র পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড এলাকার বিএসএনএল অফিসের সন্নিকটের বাসিন্দা অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী দিলীপ দেবের বাড়ির আমগাছে।

কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দিলীপ দেব "র জ্যেষ্ঠ পুত্র দিবাকর দেব জানালেন, বাড়ির পাশের আমগাছে একটি ছত্রাক জাতীয় জিনিস থেকে অনবরত ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। এরকম সচরাচর দেখা যায় না বলে এ নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

দিবাকর দেব জানালেন, এই বিষয়টি যে ছত্রাক সে নিয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও সন্দেহ ও কৌতূহল তৈরি হয় ধোঁয়া নিয়ে। এই বিষয়ের শেষ পর্যন্ত কৌতূহল নিবৃত্ত করেন কমলপুর যুক্তিবাদী সংগঠনের পক্ষে বিজ্ঞান শিক্ষিকা সোমা দাস এবং উনার স্বামী যুক্তিবাদী কর্মী তথা কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দুলাল ঘোষ। উনারা জানালেন এই ছত্রাক জেনোডার্মা প্রজাতির ছত্রাক। আর এই ধোঁয়া আসলে ধোঁয়া নয় ছত্রাক থেকে নির্গত বাস্পীভবন।

শিক্ষিকা সোমা জানান, আজ সকালে পরিদর্শন শেষে এই ছত্রাকটি গাছ থেকে কেটে নিয়ে আসা হয় যুক্তিবাদীর পক্ষ থেকে। এই সত্য সামনে আসায় এ নিয়ে কোন অপপ্রচার তৈরি হওয়ার সুযোগ আর রইল ন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।

8th-6th page -2024.pmd 2 8/8/2024, 12:43 AM